# মা-হারা

## জড়ভরত

( সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত )

পরিবেশক :

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক ঃ
ভুবনমোহন মজুমদাব বি, এস, সি,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

দাম এক টাকা

মুদ্রাকর—
শিশির কুমার শীল
দি ক্যালকাটা আর্ট প্রেস
৩ন- বারাণসী ঘোষ সেকেণ্ড লেন
কলিকাতা

# একটী কথা

বইটা যেমন তাড়াতাড়ি লেখা হোল প্রকাশও হোল সেইরূপ দ্রুতগতিতে। শারীরিক গোলমালে বইটার প্রুফ ঠিকমত না দেখতে পারায় অনেক ভুল চুক র'য়ে গেছে। স্নেহের পাঠক পাঠিকারা ঐ দোষ ত্রুটীর জন্য আমায় ক্ষমা কো'র।

১।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা — ১৩৫৮ সাল

গ্রন্থকার

# উৎসর্গ

—যারা আমায় এই বই লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো তাদের হাতেই দিলাম—

জড়ভরত

# মা হারা।

আড়াইশ' তিনশ' বছর আগেকার কথা। দেশে তখন রেলগাড়ী, মোটর বা উড়োজাহাজ,—এর কোনটাই হয় নাই। এমন কি কোন রকম কলের কথাই লোকে ভাবতে পারতো না। পাল তোলা জাহাজই সমুদ্রের বড় বড় ঢেউকে হারিয়ে দেশ বিদেশে ছুটে যেতো। এ দেশের জিনিষ ওদেশে নিয়ে যাবার, ওদেশের জিনিষ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে গায়ের জোরই দরকার হতো বেশী। এ জন্যেও বটে তা ছাড়া চোর ডাকাতের সঙ্গে প্রায়ই সবাইকে ছোট খাটো লড়াই করতে হতো, সেজন্য তলোয়ার খেলা, তীর ছোড়া, লাঠি খেলা, কি গরীব কি বড়লোক সবাইকে শিখতেই হতো মন দিয়ে।

কেবল যে জাহাজে করেই ব্যবসা করতে যেতো তা নয়! যেখানে সমুদ্র নাই, নদী—সেখানে ছোট বড় নৌকা নিয়ে, আর যেখানে নদী নাই সেখানে ঘোড়া, গরু, উট বা গাধা প্রভৃতির পিঠে মাল পত্র নিয়ে যেতো। তাছাড়া তখন প্রায় সকলেই

নিজেদের নিজেদের জিনিষ পত্র ঘরেই তৈরী করে নিতো।

কাপড়ের জন্য সব মেয়েদিকেই কাটতে হতো চরকায় স্থতো। তা' না হলে পরবার কাপড় পাওয়া যেতো না। যা সামান্য কাপড় হাটে বিক্রী হতো—তা বড়লোকেরা বা যাদের ঘরে স্থতো কাটার লোকের অভাব, তারাই কিন্‌তো। যারা গরীব বা যাদের খাবার যোগাড় করবার কেউ নাই—তারা প্রায় ঐরকম কাপড় বুনে বা ঢেঁকিতে ধান ভেনে দিন কাটাতো। তোমরা বড় হয়ে ঢাকার "মসলিন" বলে এরকম কাপড়ের কথা শুন্‌তে পাবে, চোখে আর সেরকম কাপড় দেখতে পাবে না। সেই ঢাকা আছে সত্যি, কিন্তু সেরকম্ কাপড় আর তৈয়ার হয় না, কেউ পারেও না।

কলের কত মিহি কাপড় দেখেছ, কিন্তু মসলিনের কাছে সে চটের মত মোটা। সেই জন্য ঐ কাপড়ের খুব দামও ছিল এবং যারা ঐ রকম স্থতো কাটতো তাদেরও ছিল খুব সম্মান। সেইজন্য ঢাকায় যে সমস্ত ব্যবসাদার বাস করতো তারাও বিদেশে এই সকল কাপড় নিয়ে যেতো এবং অনেক দূর দেশের লোকও এই কাপড় কিনবার জন্য ঢাকায় আসতো। পূজোর তিন চার মাস আগে থেকে এই কেনা বেচা স্থরু হ'য়ে যেতো। ইউরোপে পর্য্যন্ত এই কাপড় বিক্রী হ'ত। রোমের ও ইংলণ্ডের

রাজা, রাণী ও বড় বড় জমিদাররা, আর এখানকার বাদশা'রাও বেশ যত্নের সহিত এই কাপড় ব্যবহার করতো।

রতনপুরের হাটে প্রতি বৎসরই এই কাপড় কেনবার জন্য অনেক বিদেশী আসতো। তার মধ্যে দীননাথ, যারা এই মসলিনের স্নুতো কাটতো তাদের খুব খাতির করতো। তাদের ঘরবাড়ী, সংসারের অবস্থা—কে স্নুতো কাটে, এই সব খুঁটী নাটী খবরগুলি সংগ্রহ করে, এদের মধ্যে যারা গরীব, আর স্নুতো কাটা ও কাপড় বোনাই যাদের একমাত্র উপায়, তাদের বেশ দু'পয়সা চড়া দাম দিয়ে কাপড় নিতে দ্বিধা বোধ করতো না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলতো "চির জীবন ত ব্যবসাই করবো। একটু আধটু ধর্ম্মও করি। ওদের কাপড়টায় নয় কিছু কম লাভই করলাম।" এতে দীননাথের ব্যবসার পসারই বেড়ে গেল বেশী। ধাম্মিক বলে সবাই তাকেই কাপড় বেচবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো। এই রকম বেশ ব্যবসায় চলেছে এবং মাঝে মাঝে ২।১টী করে ছোট বড় মেয়ে ও পুরুষ কোথায় চলে যায়, কেউ বুঝতেও পারে না। সাধু সন্ন্যাসী এলে জিজ্ঞাসা করলে বলে 'দানা' লেগেছে।

এই গ্রামের পাশেই আর একটী ছোট গ্রাম। তা'তে একটী বিধবা একটী ১৬।১৭ বছরের ছেলে ও ১৪।১৫ বছরের

মেয়ে নিয়ে থাকতো। ছেলেটীর নাম সনাতন আর মেয়েটিকে সবাই সতী বলেই ডাকতো। সুতো কেটেই কষ্টে তাদের কোনমতে দিন কাটতো। তবে সুতো তাদের ছিল সবার সেরা। আবার সতী ছোট হ'লে কি হয় তার সুতো কাটার নাম এই অল্পদিনেই বেশ প্রচার হয়েছিল। মা ও মেয়ে সুতো কাটে ছেলে যায় পাঠশালায়। সখ করে মায়ের কাছে সুতো কাটাও শেখে। বাপের তাঁতটা নিয়ে মোটা মোটা সুতোর কাপড় গামছা বোনে। এতেও তার বেশ সুখ্যাতি। কাজ কর্ম্ম করে রোজই প্রায় সতী বেড়াতে যায়, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। কিন্তু সেদিন অনেক রাত হলো দেখে সতীর মা বল্লে "সনাতন, দেখ্‌তো, এতো রাত হলো সতী এলো না কেন?" সনাতন পাড়ার সবার ঘর ঘুরে ঘুরে এসে বল্লে "কারও ঘরে সতী নাই তো মা! মায়া দিদি বল্লে সতী অনেক আগেই চলে এসেছে।" মায়ের বুক দুর দুর করে কেঁপে উঠলো, সেই সঙ্গে দানার কথা মনে পড়াতে তিনি চীৎকার করে পাড়ার সবাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন।

সবাই গ্রামের পুকুর, বিল, প্রায় সব জায়গাই খুঁজলে কিন্তু কোথাও সতীকে পাওয়া গেল না। সবাই ভয়ে আর বিস্ময়ে বলাবলি কত্তে কত্তে চলে গেল—ঐ এক কথা—দানার কাজ।

সতীকে হারিয়ে সতীর মা প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছে। তাঁর হাতের সুতোতে আর মসলিন হয় না। কষ্টও বেড়েছে খুব। দু'বৎসর এরকম করেই গেল। গ্রামের সবাই যাই মনে ভাবুক সনাতন তার বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলে "দানায় কি সত্যিই সতীকে নিয়ে গেছে ?" বন্ধুরা সবাই বলে, নিশ্চয়ই, দেখছিস না ? এই পাশাপাশি গ্রাম থেকে প্রত্যেক বৎসরই এই পৌষ বা ভাদ্র মাসে দু'একটা করে মেয়ে বা পুরুষ যায়ই। কত সাবধান হলো সব, 'পাল্লে কিনারা কর্ত্তে কি কিছু ? সনাতন দু'হাতে কপাল টিপে ধরে "হুঁ" বলে উঠে গেল। বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখে ঘর অন্ধকার। মা তার সকাল সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে সুতো কাটে। দাওয়ায় আজ নাই কেন ? অসুখ করলো নাকি দানার কথা মনে পড়াতেই সে দ্রুত ঘরের ভিতর গেল, গিয়ে দেখে তার মা ভিতরেও নাই। চরখাটা উলটানো পড়ে—প্রদীপটা ভাঙ্গা। প্রথমে তার খুব ভয় হ'তে লাগলো। চারিদিক অন্ধকার—বাতাসে গাছগুলো দৈত্যের মত মাথা নাড়ছে—সত্যই দানা দাঁড়িয়ে নাকি ?

একটু পরেই তার সাহস ফিরে এলো। আলো জ্বালবার জন্য এদিক ওদিক খুঁজে চকমকিটা বার কল্লে। এখন যেমন হারিকেন, লম্প, ইলেক্‌ট্রিক্ প্রভৃতি নানারকমের আলো দেখছো

তখন এসব সৃষ্টিই হয়নি। রেড়ির তেলের প্রদীপই ছিল একমাত্র আলো। এখন যেমন সবার পকেটে দেশলাই, দরকার হলেই একটি কাঠি বাক্স থেকে বার করে ফস্ করে জ্বেলে ফেলতে পারো, তখন তা ছিল না। আগুন জ্বালতে চক্‌মকি চাইই। চক্‌মকি হচ্ছে একটী পাথর, তাতে বালির ভাগ বেশী থাকে—তার উপর ভাল ইস্‌পাত দিয়ে ঘা মারলেই, আগুণ বেরোয় সেই আগুণকে শোলায় ধরে অন্য যা দরকার তা জ্বালা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই শান্‌পালিশ ওয়ালাকে ছুরি, কাঁচি শান্ দিতে দেখেছ, শান্ দিতে গেলে আগুণ বেরুতে থাকে, চক্‌-মকিতেও তাই।

তারপর সনাতন আগুন জ্বেলে চারিদিক ভাল করে দেখলে। প্রদীপটার মুখের কাছে খানিকটা গোবর পড়ে, খানিকটা প্রদীপেও লেগেছে, এতে বুঝলে দূর থেকে গোবরটা ছুড়ে প্রদীপটা নিভিয়েছে। মেঝেতে, দেওয়ালে আঁচড়ানর দাগ, দাওয়ার শেষ পর্য্যন্ত গেছে। সে প্রদীপটা জ্বেলে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই দিক দিয়ে যেতে যেতে উঠানে নেমে দেখলে, রান্না-ঘরের ভিজা মাটিতে আবছা আবছা পায়ের দাগ ৩।৪ জন লোকের। তারপর আর একটু এগুতেই সাম্‌নে দেখলে কতকগুলা আধ্‌ছেঁচা পাতা পড়ে আছে। কি দেখবার জন্য সনাতন পাতাগুলো তুলে চোখের সামনে আনতে কি রকম

একটা কড়া গন্ধ তার নাকে গেল এবং একটু পরেই সে মাথা ঘুরে সেইখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো সে দেখলে চাঁদ মাথার ওপর। তার গোটা মাথা কাপড়-চোপড় সব ভিজা। সে যখন অজ্ঞান হয় তার খানিক পরেই বৃষ্টি হয়। জল আর ঠাণ্ডা বাতাস লেগে তার নেশার ভাবটা কেটে গেছে এত সহজে। তখনও সেই আধছেঁচা পাতাগুলো তার মুঠোর মধ্যে ছিল। আস্তে আস্তে সেগুলোকে রান্নাদুয়ারে বাটা চাপা দিয়ে রেখে হাতটা ধুয়ে "কাকা কাকা" বলে চীৎকার করে তাদের পাশের বাড়ীর লোকজনদের ডাকতেই তার কাকা, ২।৪ জন প্রতিবেশী 'কিরে সোনা, কি হয়েছে, ভয় পেয়েছিস নাকি" বলে সনাতন-দের ঘরে এসে তার মাকে খুঁজে না পাবার কথা শুনলে। সবারই ভয়ে আর কথা সরে না। সনাতন বল্‌লে "কাকা! এ দানা টানা কিছুই নয়। এসো না এদিকে, রান্নাঘরের ভিজে মাটিতে পায়ের দাগ। দানার পায়ের দাগ কখনও তোমার আমার মত হয়?"

পায়ের দাগ দেখে স্থির করলে সবাই, "আসল দানা কিনা, নানারকম মুর্ত্তি ধরতে পারে। এই তালগাছের মতও চেহারা করতে পারে, আবার দশ বছরের ছেলেও হতে পারে।" সনাতন

কিন্তু জোর করে বল্লে, না কাকা, এ নিশ্চয়ই মানুষ, দানা ভূত কিছুই নয়।

তখন তার কাকা তাকে ধমকে বল্লে—"আমার ওখানেই এখন চল। তারপর কাল যা হোক করা যাবে।"

রামের পিসী, বয়স প্রায় সত্তর হবে। সেও এসেছিল, সনাতনের গোলমাল শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, "আমায় একটু এগিয়ে দে বাছারা, এতদিন তো কচি কচি মেয়েগুলোকে খাচ্ছিল, এবার দেখি বুড়িদের ওপরও নজর পড়লো।" পেছন থেকে একজন বল্লে, তোমার ভয় নাই পিসী, ও শুক্‌নো হাড়ে কারও লোভ হ'বে না। আর একজন বল্লে, পিসীকে নিলেই কি রাখলেই কি? এই কথা বলায় সবাই একটা হাসির রোল তুল্লে। হঠাৎ সনাতন দাঁড়িয়ে বল্লে "কাকা, আমি ঘরেই থাকবো। তুমি যাও, কিছুতেই দানা নয় এই বলে আর কোনও কথা না বলে বরাবর ঘরে এসে দরজার কাছে বসলো। তার এই হঠকারিতার জন্য পাড়ার সবাই সনাতনের বিষয় আলোচনা করতে করতে বাড়ী চলে গেল।

ভোর না হতেই সে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে মাকে তার যে পথ দিয়ে নিয়ে গেছে বলে অনুমান করেছিল, সেই দিকের পথ ও আশ পাশ বেশ ভাল করে দেখে দেখে সে চলেছে—প্রায় হাটের কাছে সদর রাস্তায় এসে পড়েছে। সদর রাস্তায় উঠতে

গিয়ে সে পায়ে একটী কি নরম জিনিষ অনুভব ক'রে পা সরিয়ে দেখে তুলোর পাঁজ, হ্যাঁ এইতো তার মায়ের হাতেরই পাঁজ, তা'হলে মাকে সদর রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছে, এই ভেবে আরও এগিয়ে চললো। নজর তার বাজপাখীর মত চা'রদিকেই। হঠাৎ দেখতে পেলে রাস্তার বাঁদিকে নদীতে যাবার পথে ঐ—আর একটা পাঁজ পড়ে না ? সনাতন ছুটে গেলো— এটাও পাঁজ—তার মায়ের হাতেরই।

ক্রমশঃ এগুতে এগুতে সে নৌকা-ঘাটে এসে পৌঁছে সেখানে যত বড় নৌকা ছিল খোঁজ নিতে আরম্ভ করলে, কারণ তার মাকে যখন নৌকা ঘাট পর্য্যন্ত এনেছে তখন নিশ্চয়ই নৌকায় করে নিয়ে পালিয়েছে। সব জায়গায় নৌকা বাঁধা আছে কিন্তু দীননাথ দত্তের নৌকা তিনটাই দেখতে পেলে না। একজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লে যে গত রাত্রিতে বৃষ্টির পরই তারা নৌকা ছেড়ে চলে গেছে।

সনাতন ঘাটে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো তবে কী দীননাথ দত্তই তা'র মাকে নিয়ে গেছে ? সনাতন সাহসী বলিষ্ঠ যুবক, তাকে দেখলেই বেশ বুদ্ধিমান, নম্র বলে মনে হয়। কা'রও সঙ্গে ঝগড়া বা মনোমালিন্য একেবারেই নাই। কিন্তু অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যা মনে করে তা' তা'র করা চাই যত বিপদই হ'ক। নানারকম কথা তা'র মনে আসছে। দীননাথ ধার্মিক লোক।

কোনও দিন কাকেও ঠকায় না, সে এ কাজ কর্বে ই বা কেন ? হঠাৎ দীননাথ দত্তের নৌকা যেখানে বাঁধা ছিল তারই পাশে আবার দেখতে পেলে কতকগুলো পাঁজ পড়ে আছে। তুলে নিয়ে দেখে স্থির হয়ে বল্লে এ দীননাথ দত্তেরই কাজ।

"আচ্ছা! ছ'মাস পরে তুমি আসছো ত—এসো রতন গাঁয়ে।"

ঘাট থেকে উঠে সে ফির্‌লো। ঘরে গিয়ে দেখে—উঠোনে পাড়ার মাতব্বররা এসে খুব বড় রকম জটলা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। যারই ঘর থেকে এরকম মা, বোন, স্ত্রী, ছেলে, দাদা, খুড়ো যায়—তারই ঘরে জমায়েৎ হয়ে—দুঃখ দেখিয়ে নানারকম উপদেশ দেয়, মনটা চাংগা করবার চেষ্টা করে যে যার নিজের কাজে চলে যায়।

সবাই চলে যাবার পর এলো চন্দ্রদাস। তা'র মাকেও দানায় নিয়ে গে'ছে কিছুদিন আগে। মা হারিয়ে যে কি কষ্ট—যার মা হারিয়েছে—সেই ত বেশী বুঝতে পারে। সনাতন চন্দ্রকে কাছে ডেকে এনে বসালে, চন্দ্র মনে করেছিল সনাতন বোধ হয় কেঁদে কেঁদে মায়ের জন্য পাগলই হয়ে গেছে। কিন্তু এ ঠিক উল্‌টো, সনাতনের চোখ দু'টো যেন জ্বল জ্বল করছে আগেকার চেয়ে, দেখলে ভয়ও হয়, আবার বিস্মিতও হতে হয়। চন্দ্র সনাতনের কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে 'ভাই, আমি জানি মাকে

হারিয়ে কি কষ্ট। অমন স্থির হয়ে থাকিস্ না ভাই, কাঁদ। কেঁদে প্রাণটাকে একটু হাল্‌কা কর, দানার হাত থেকে'—চন্দ্রের কথা শেষ হতে না হতেই সনাতন হঠাৎ হেসে বললে "চন্দ্র, মাকে যদি দানায় নিয়ে যেতো আমি কাঁদতাম। কিন্তু আমি জেনেছি কে নিয়ে গেছে আমার মাকে, বোনকে, তোর মাকে। আশে পাশের গাঁয়ের এই রকম যাদেরই নিয়ে গেছে সে ঐ একজন।"

চন্দ্র—কি বল্‌ছিস সনাতন, কাঁদ, মাথাটা হাল্কা হোক, নইলে শেষে পাগল হয়ে যাবি।

সনাতন—ভয় নাই, আমি পাগল হব না। আচ্ছা, চন্দ্র মর্‌তে পারবি, যদি দরকার হয়?

চন্দ্র—কি যে বল্‌ছিস্ তুই, পাগ্‌লা। বাবা পাঠালেন তোকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে। ঐখানেই আজ খাবি।

সনাতন—আমি মিথ্যা বলছিনা চন্দ্র, যদি তোর এমন মনের জোর থাকে আমার সঙ্গে আয়। আমাদের মা, বোনদের খুঁজে বার করবার জন্য যাই, বড় বিপদের কাজ, হয়তো আমরা মরেও যেতে পারি। পারবি তুই চন্দ্র, এ বিপদে যেতে?

চন্দ্র—তোর কথা ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মায়ের জন্য ভেবে ভেবে নিশ্চয়ই তোর মাথা গুলিয়ে গেছে।

দানা কি পোষবার জন্য মানুষ ধরে নিয়ে যায়? তারা খায়।

সনাতন—এ যে দানা নয়, আমাদেরই মত দু'হাত, দু'পা-ওয়ালা মানুষ। আমি খোঁজ না নিয়ে বলছিনা।

"আয় আমার সঙ্গে প্রমাণ দেখাবো"—এই বলে উঠে গিয়ে যে গোবর দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে ছিল সেটা দেখিয়ে বললে "দানার কি গোবর দিয়ে প্রদীপ নেভাবার দরকার হয়?" তারপর রান্নাঘরে গিয়ে একমুঠো মুড়ি নিয়ে বাইরে রেখে দিয়ে "ভুলো, ভুলো" বলে একটা কুকুরকে ডাকল, কুকুরটাও ছুটে এসে মুড়িগুলো খেতে আরম্ভ করেছে এমন সময় সনাতন বাটী থেকে থেতো পাতাগুলো বার করে কুকুরটার নাকের কাছে ধরতেই, কুকুরটা যেমনি মুখ ফিরিয়ে শুঁকেছে, অমনি ঘুরে ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। দেখেছিস চন্দ্র, মানুষ-দানা এই গাছ শুঁকিয়ে সবাইকে চুরি করেছে। কে এ কাজ করেছে তাও আমি আন্দাজ করেছি। আবার এই পৌষে কারা কারা দানার হাতে পড়বে তাও আমি একটা আন্দাজ করেছি।

চন্দ্র—কাকে কাকে সনাতন?

সনাতন—তোকে, বলবো। তার আগে কিন্তু তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে কোনও কথা কারও কাছে প্রকাশ করবি না।"

চন্দ্র—বেশ প্রতিজ্ঞা করছি।

সনাতন—তোর ও মুখের কথায় হবে না চন্দ্র। শ্মশানে যে ৺কালী আছে তার সামনে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে। আজ রাত্রিতে। তারপর তোকে সব জানাব। মা আমাদের কষ্ট পাবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো ?

চন্দ্র—কিন্তু—শ্মশান কালীর মন্দির! ওখানে রাত্রে কেউ যেতে পারে না, ভূতের আড্ডা। আর পরশু কামার বুড়িকে ওখানে পুড়িয়েছে।

সনাতন—ভূতের যদি তোর এত ভয় তবে দানার সঙ্গে লড়াই করবি কি করে? তবে এক কথা তুই জানিস, সত্যই যদি মাকে আমরা ভালবাসি বা ভক্তি করি, তোর ও ভূত প্রেত দানা কিছুই করতে পারবে না।

চন্দ্র—বেশ, যাবো, কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে থাকবো। লাঠির ঘায়ে দশটা জোয়ানের মাথা ভাঙ্গতে পারি, কিন্তু ভূতের কাছে ত আর লাঠি চলবে না।"

সনাতন চন্দ্রের হাত ধরে সোৎসাহে বললে—"তোর লাঠির জন্যই ত তোকে আমার চাই। আরও দু'একজন যদি জোটে ভালই হবে। কিন্তু পাবো কি তেমন সাহসী লোক ?

চন্দ্র তাড়াতাড়ি বললে "কেন, মুসলমানদের মতিন, কিরকম পোক্ত দেখেছিস ত ? তার মাকে নিয়ে গেছে এই তিন বছর

হলো। কি সুন্দর সুতোই কাটতো। সে কি বলে জানিস সনাতন ? বলে ঘরে যদি থাকৃতাম—দেখতাম কত বড় দানা।"

সনাতন বললে "এটা একটা মন্দ যুক্তি বলিস নি।"

ছোকরাটার বেশ সাহস আছে। এইভাবে দু'বন্ধুতে যুক্তি হলো। চন্দ্র বাড়ী যাবার জন্য উঠতেই সনাতন দৃঢ়ভাবে বললে 'মনে রাখিস শ্মশান কালীর মন্দির। আজ রাত্রিতে।" চন্দ্র ঘাড় নেড়ে জানালে যাবে। সনাতন যদি সে সময় তার মুখ দেখতো তাহলে বুঝতো যে ভূতের ভয় এখনও তার যায়নি। চন্দ্র চলে গেলে সনাতন কুকুরটার মাথায় জল ঢালতে আরম্ভ করলে।

* * *

সনাতন চন্দ্রদাসের বাড়ীতে খেয়েছে। চন্দ্রর বাবা অনেক করে তাকে বললে যে যতদিন না বিয়ে থাওয়া হয় সে থাকুক এইখানেই। সনাতন কিন্তু বললে 'না ধর্ম্ম বাবা, বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও থাকবো না।"

চন্দ্রদাসের বাবা দুঃখ করে বললে জানিস্ সোনা, তোর বাবা আর আমি হরিহর আত্মা ছিলাম। রাগ করে কতদিন তোদের ওখানে খেয়েছি, লজ্জা কোনদিনই হোত না। তোরা ক্রমে ক্রমে আজকালকার ছেলে হচ্ছিস্ কিনা—। যাক্ বাবা যা ভাল বুঝিস্ করিস্। তাঁতের কাজটায় মন দিস—

—লক্ষ্মী যেমন সূতো কাটছে ও একদিন আমাদের নাম রাখবে, দীননাথ ব্যাপারী বলছিল ও হাত খুব বশে রাখে। কি কাল দানার উপদ্রব আরম্ভ হলো—

সনাতন ধীরে ধীরে বললে "দানাদের বোধহয়, তাঁতের জন্য ভাল সূতোর দরকার. তাই যত এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের যারা ভাল সূতো কাটতে পারে তাদেরই নিয়ে গেছে।"

চন্দ্রদাসের বাপ মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বললে "তাইতো রে সোনা. তোর মা গেল, চন্দ্রর মা, আরও যাদিকে যাদিকে নিয়ে গেছে তারাই প্রায় সূতো কাটতো ভাল, নয় কাপড় বুনতো ভাল। কি জানি বাপু—রাম রাম—ওসব অপদেবতার নাম না করাই ভাল। তাদের যাওয়া আসা তো সব জায়গাতেই ; শেষে আমাদের ওপর রাগ হতেও পারে। তোরাও বাবা, ওসব চর্চ্চা করিস্ না—রামচন্দ্র—রামচন্দ্র— বলতে বলতে কল্‌কেটা নিয়ে তামাক খেতে উঠে গেল।

সনাতন চন্দ্রকে বললে 'চল যাই, মতিনের বাড়ী।'

চন্দ্র—"এখনি যাবি ? তাই চল। জেলে পাড়ায় তার এখন দেখা পাবো। এতক্ষণ বোধহয় সে নদী থেকে মাছ ধরে ফিরেছে" এই ব'লে দু'জনে মতিনের বাড়ী চললো।

যেতে যেতে সনাতন জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাঁরে, মতিনের নৌকা আছে ?" চন্দ্র বললে মতিন আর নৌকা পাবে কোথা ? জেলেদের নৌকা। ও বেশ নৌকা বাইতে পারে।

সনাতন—"কেন, তাঁতের কাজ ?"

চন্দ্র—ওর মাকে দানায় নিয়ে যাবার পর ও তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়েছে। এখন, কখনও কখনও নৌকা বায়, জাল নিয়ে ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়। আর অন্য সময় জাল টাল বোনে।

সনাতন—"মতিন খুব সাহসী না ?"

চন্দ্র—সাহসী নয় ? রাতকে রাত জাল আর নৌকা নিয়ে নদীতে পড়ে থাকে। ঝড় ঝাপ্‌টা কিছুই মানে না। এই কথা শুনে সনাতন শুধু বললে "হুঁ"। তখন তারা প্রায় জেলে পাড়ায় এসে পড়েছে ; পাড়ার মুখেই নয়ন জেলের সঙ্গে দেখা হ'ল। মতিনের কথা জিজ্ঞাসা করে, তারা জানলে যে নটুর বাড়ীতে মতিন কাজ করে, খেয়ে দেয়ে একটু জিরুচ্ছে।

সনাতন বললে "যা চন্দ্র, মতিনকে আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়। সেখানে অযথা দেরী হবে। আর কথাবার্ত্তাও ভাল করে কইতে পারা যাবে না।"

চন্দ্র—"আচ্ছা, তবে তুই এই বটগাছটার শিকড়ের উপর বস। আন্‌ছি তাকে ডেকে"—বলে চন্দ্র পাড়ার ভিতর চলে গেল। এবং একটু পরেই মতিনকে নিয়ে ফিরে এল। মতিন সনাতনের কাছে এসেই সনাতনকে নমস্কার করে বললে "আমায় ডেকেছ কেন সোনাদা ? তাল টাল কাটতে হ'বে নাকি ?"

সনাতন মতিনের হাত ধরে বললে "বৎস মতিন, অনেক কথা আছে।"

মতিন—শুধু শুধু ছুঁলে আমায়? আবার ঘরে গিয়েই ত কাপড় ছাড়তে হবে?

সনাতন—তার জন্য ভাবি না মতিন, ও তো সামান্য কষ্ট কিন্তু তুই কি শুনিস্‌নি মতিন কাল রাত্রে আমার মাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে? মতিন হাউ হাউ করে কেঁদে মাথা চাপড়ে বললে "তোমার মাকেও দানায় নিয়ে গেছে সোনাদা? আমার মাকে নিয়ে যাবার পর থেকে কি কষ্টেই না দিন গেছে আমার। হাত দুটো দেখছো, নৌকার আর জালের দড়ি টেনে কি হয়েচে?"

সনাতন মতির পিঠে হাত দিয়ে বললে "মাকে তোর আনতে যাবি মতি?" মতিন লাফিয়ে উঠে বললে "মা আমার বেঁচে আছে, সোনাদা? তুমি সত্যি বলছো, কোথায় আছে আমার মা?"

সনাতন—"কোথায় তাত জানিনা মতি, তবে এইমাত্র জানি—তোর মা, চন্দ্রর মা, আমার মা বোন, আর গাঁয়ের যারা যারা ঐ রকম গেছে তারা সবাই এক জায়গায় আছে আর বেঁচে আছে।"

মতিন—"সত্যি বলছো সোনাদা ? তারা বেঁচে আছে ? একবার জায়গাটা যদি বলতে পারতে—কোন্ বেটা নিয়ে গিয়ে তাদের আটকে রেখেছে—তার টুঁটী ছিঁড়ে আনতাম" এই কথা বলতে বলতে সে রাগে ফুলতে লাগলো। তারপর একটু পরে আস্তে আস্তে বললে "কিন্তু ভাই সবাই যে বলে দানায় নিয়ে যায় ?"

সনাতন বললে সব কথাই তোকে বলবো, সত্যিই যদি তোর মাকে ফিরে পাবার একান্ত আশা হয়। আমাদের সবার মাকে ফিরে পাবার জন্য হয়ত আমাদের মরতে হবে, পার্বি মরতে ?

মতিন—"মলেই কি মাকে ফিরিয়ে আনতে পারবো ?"

সনাতন—"না, হতেও পারে, কিন্তু আমরা তাইবলে চুপ করে বসে থাকবো ? দানাই হোক আর যাই হোক তাকে ত মারতেই হবে না এমন ভয় দেখাতে হবে যাতে, এরকম করে আর কাকেও চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। মতি, তোর গায়ে কত জোর, সবাই কত তোর নাম করে। বল, আমরা যে বেঁচে উঠেছি এত বড় হয়েছি, এত জোর পেয়েছি কার যত্নে ?"

মতি।—সোনাদা; তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছ, তোমার কথা শুনে আমার মাথা গরম হ'য়ে উঠছে। বল, আমায় কি কর্তে হবে, তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো।

সনাতন।—"বেশ, চল তবে আজ সন্ধ্যায় মস্‌জিদে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করব তিনজনে। বেশী লোক নিলে সব গোলমাল হ'য়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, আমরা প্রতিজ্ঞা করবো যে আমাদের সবার মাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমরা প্রাণ দেবো। যতক্ষণ আমরা একজনও বেঁচে থাকবো এ কাজ ছাড়বো না। আমাদের কোনও যুক্তি কোনও কথা যতদিন না কাজ শেষ হয় আমরা তিনজন ছাড়া কাউকেও বলবো না—নিতান্ত দলের লোক ছাড়া।"

মতি—তোমরাও মস্‌জিদে প্রতিজ্ঞা করবে? তাও বটে আগে যখন হিন্দু ছিলাম দুর্গা, হরি, কার্ত্তিক ব'লে কষ্টে পড়ে ভগবানকে ডেকেছি, দেখাও পাই নাই আর কষ্টও ঘোচেনি। তবে ঘটা করে যখন পূজো হ'তো, পাঁঠা বলি হো'ত, বেশ আমোদ লাগতো। আর এখন রাত্রে আল্লা, আকবর, খোদা কতকি বলে ভগবানকে ডাকি, কই দেখতে ত' পাই না। মাকেও ত' ফিরিয়ে দিতে পারে না। দেখ, গত বৎসর যখন গাঁয়ে বসন্ত আরম্ভ হ'ল, তোমরাও পূজো দাও দেবতার আমরাও দিলাম মস্‌জিদে সিন্নি কিন্তু যা'রা মরবার ঠিক মরলো; যাঁরা বাঁচবার ঠিক বাঁচলো। যখন হিন্দু ছিলাম তখনও যেমন ছিলাম এখন মুসলমান হয়ে সেই রকমই আছি। তোমার মা গেছে তুমিও 'মা মা' করে কাঁদো, আমিও ত কাঁদি।—বেশ তাই হবে মস্‌জিদে প্রতিজ্ঞা করে আবার তিনজনেই গিয়ে তোমাদের মন্দিরে

প্রতিজ্ঞা ক'রে আসবো। আমাদের দু'জনের যদি দু'রকমের ভগবান থাকে কেউ আর আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না।

চন্দ্র বল্লে, "সনাতন, মতিন ঠিকই বলেছে।" তারপর তিনজনেই উঠে দাঁড়ালো। মতিন চলে গেল পাড়ার দিকে নিজের কাজে। আর সনাতন আর চন্দ্রও চল্লো যে যার ঘরের দিকে।

তারা তিন জনেই মা হারা, মাকে তারা আন্‌বেই ফিরিয়ে!

* * * * *

সন্ধ্যার পর মস্‌জিদ থেকে সবাই নামাজ করে চলে গেছে। ঘোর অন্ধকার। তিনটী মূর্ত্তি তিনদিক থেকে এসে মসজিদের সাম্‌নে দাঁড়ালো। তিন জনেই পরস্পরের হাতের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করলে এবং যে যার পথে আবার ফিরে গেল। রাত্রি তখন প্রায় দুপুর হবে, শশ্মানের পথে একজনকে দেখা গেল মন্দিরের দিকে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। তার চলা দেখেই মনে হয় যেন ভয় পেয়েছে, এমন সময় তার পাশে পাতার উপর কি আওয়াজ হ'ল, ভয়ে সে সেদিকে না চেয়ে জোরে জোরে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চল্লো, কোন রকমে মন্দিরে পৌঁছাতে পারলেই যেন হয়। এমন সময় হঠাৎ বাঁদিকে চাইতেই দেখে

সাদা কাপড়ে ঢাকা কে বসে আছে। আবার চাইতেই দেখতে পেলে, ঠিক যেন তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। খানিকটা এগুতেই সে দেখ্‌লে তার সামনে দিয়ে, আগুণের মতো দুটো চোখ গোটা শরীর সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা হট্‌পট্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল। ঠিক সেই সময় জোরে হাওয়া বইতেই গাছ থেকে একটা কি পাখী তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল কে জানে তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ... ...। সে প্রাণপণে 'সোনা'. 'মতিন' বলে চীৎকার করে পড়ে গিয়ে ঝট্‌পট্‌ কর্‌তে লাগলো। যে চেঁচিয়ে উঠলো সে চন্দ্র। সনাতন আর মতিন তার আগেই এসে মন্দিরের দুয়ারে বসেছিল। "কিরে চন্দ্র ভয় খেয়েছিস? এই যে এখানে আমরা।" চন্দ্রের কথা না শুন্‌তে পেয়ে তারা শুধু 'গোঁ গোঁ' এই রকম আওয়াজই শুন্‌তে পেলে আওয়াজ শুনে দু'জনে সেই দিকে ছুটে গিয়ে দেখে হাওয়ায় একটা মড়ার কাপড় চন্দ্রের গায়ে জড়িয়ে গেছে। দু'জনে মিলে চন্দ্রের গা থেকে কাপড় ছাড়িয়ে নিতেই চন্দ্র হন্তদন্ত হ'য়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে "বলিনি ভাই সনাতন এটা ভূতের আড্ডা, তোরা যদি না থাক্‌তিস আমায় মেরে ফেলেছিল আজ।"

সনাতন হাসতে হাসতে বললে "ভূতে জড়িয়ে ধরবার পর যখন তুই অজ্ঞান না হয়ে, লড়াই সুরু করে দিয়েছিলি তখন যে

ওরা তোর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবে তাতো আমার মনে হয় না। দিয়েছিস্ না কি দু'এক ঘা লাঠি বসিয়ে কামার বুড়িকে ?"

চন্দ্র—আমি ভয়ে আধ মরা হ'তে বসেছি, তুই ঠাট্টা আরম্ভ করলি? ধরতো তোকে ত' বুঝতিস্।

মতিন বল্‌লে—"তবে আমার গায়ে এখানে কাপড় টাপড় জড়িয়ে গেলে দাদা আমি মরেই যেতাম। মানুষের সঙ্গে লড়তে ভয় পাই না, কিন্তু তোমাদের ভূত পেত্নী গুলো কি রকম বাগ মানে না, কিন্তু আমাদের কবরের ভূত খুব ঠাণ্ডা, কারও অপকার ভুলেও করে না।

চন্দ্র—সত্যিই আমি ভূতকে ভয় করি। ভূত নাই একথা কেউ বলতে পারে না। সোনার কথা আলাদা, ও তো বিশ্বাসই করে না যে ভূত আছে।

সনাতন—একটু অপেক্ষা কর চন্দ্র, দানার দলকে আগে শাস্তি দি', তারপর তোদের ভূতের সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।

এমন সময় শশ্মানের বাঁদিকে ঠিক নদীর ধারে ছেলে যেমন কাঁদে সেই রকম আওয়াজ করে উঠলো, আর সেই সঙ্গে মনে হলো সেই গাছের তলা থেকে কে যেন চাপা হাসি হেসে উঠলো। চন্দ্র তার আগেই মতির হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, সবাই চুপ্ চাপ্ !

চন্দ্র বল্‌লে—"চল ভাই সোনা যে কাজ করবার জন্য এসেছি তা সেরে বাড়ী যাই, শুন্‌লি ত হাসি আর কান্না ?

সনাতন।—কান্না আর হাসির মতই বটে, দিনে এসে দেখতে হবে ওটা কি। তারপর একটু ভেবে বলে এগিয়ে চল্‌লো "আয় ত দেখি সত্যিই ভূত না কোন পাখী টাখী ?

মতি—না, সোনা দা' ভূতকে ঘাঁটিয়ে কি হবে। চন্দ্র ঠিক বলেছে, আমরা আমাদের কাজ সেরে চলে যাই চলো,

সনাতন—তুইও যে ভূতের ভয় পেলি, মতি। দানার সঙ্গে লড়তে হবে সেটা মনে আছে ?

মতি।—তুমি ত' বলেছ দাদা, তারা দানা নয়, মানুষ। তাইতো বুক ঠুকে ছুটে এসেছি।

সনাতন তাঁদের অবস্থা বুঝে বল্‌লে তাই চ' কাজ সেরে ফিরে যাই।

সনাতন, চন্দ্র আর মতিন তিনজনেই শশ্মান দেবীকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

*   *   *   *

তারপর আরম্ভ হ'ল তাদের দানার সংগে লড়াই করবার মোহাড়া, সনাতনের উপদেশ মত নিয়মিত লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা আর তীর ছোড়ার অভ্যাস ত আরম্ভ হলই, এছাড়া এগাছ থেকে ও গাছে লাফান, উঁচু জায়গা থেকে জল বা মাটিতে

লাফিয়ে পড়া, তাড়াতাড়ি গাছে ওঠা বা নামা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটা বা ছোটা, এবং ঐ সঙ্গে বন্দুক ছোড়াও।

প্রথম প্রথম তারা এই সব খুব গোপনে আরম্ভ করে। এই সমস্ত শেখার গুরু হল তাদের জানকী সর্দার, ডাকাতি করাই ছিল তার পেশা, এখন বুড়ো বলে নিজে যেতে টেতে পারে না তার সাক্‌রেদরা ও কাজটা চালায় এবং গুরুদক্ষিণা হিসাবে যা দিয়ে যায় তাতেই তার বেশ চলে, একটী মাত্র তার ছেলে "কালু" জমিদার বাড়ীর পাইক।

একদিন জানকী সনাতনকে বল্‌লে "প্রায় সব কটাতেই বাবা হাত পাকালে, কিন্তু তোমাদের মনের ভাব কি তা তো বল্‌লে না! তবে—হাঁা, বুড়ো বয়সে তিনটে সাক্‌রেদ যা তৈরী করলাম এর জুড়ি নাই জানবে।" সনাতন বিনীত ভাবে বল্‌লে এত তোমারই আশীর্ব্বাদে, খুড়ো।

জানকী বল্‌লে---আমার আর আশীর্ব্বাদ করবার কিছু বাকী নাই সোনা, ঐ লাঠি আর তলোয়ার প্যাঁচের ভেতর দিয়ে সব শেষ করে দিয়েছি। কিন্তু কেন তোরা এত মন দিয়ে হাতিয়ারের ওস্তাদি শিখ্‌ছিস জানতে যদি পেতাম। তবে আমার মনে হয় ভাল কাজ যে নিশ্চয়ই তোরা করবি এ আমার খুবই ধারণা—আচ্ছা সোনা, তোর তীর ছোড়া দেখলাম সেদিন, গাছ থেকে তালটা পড়ছে চোখের পাতা না পড়তে পড়তে সেটা এ ফোঁড়

ও ফোঁড় করে দিয়েছিস্। আমার মনে হয় তুই অর্জ্জুনের দোসর হয়েছিস্।

সনাতন—কেন, চন্দ্রর লাঠি, মতির তলোয়ার ও দু'টোর কথা কিছু বল্‌লে না? তুমি আমায় ভালবাস কিনা, শুধু আমার গুণই গাইবে।"

হুঁকোয় দু'টো টান দিয়ে জানকী সর্দার আবার বল্‌লে, "ঐ দু'টোর কথা—যদি কেউ ওদের সাম্‌নে পড়ে বুঝবে ওরা কি জিনিষ। এতই যদি শিখলি সোনা, রণপাটাও শিখে ফেল। ওতে যদি ওস্তাদ হতে পারিস ঘোড়া ও তোদের নাগাল পাবে না।" (রণ্‌পা কি কেউ বোধ হয় তোমরা জান না। দুটো বাঁশ দু'পায়ে দিয়ে চলতে হয়। তোমরাও যদি এটা অভ্যাস কর দেখবে এক ঘণ্টার পথ পনের মিনিটে চলে গেছ। দুটো হাত পাঁচেক করে লাঠির মত বাঁশ নাও, মাটি থেকে দেড় দুই হাত উপরে ঐ বাঁশ দুটার ঠিক গাঁটের উপরে যে কঞ্চি বার হয়েছে, তার পাঁচ ছয় ইঞ্চি রেখে কেটে দাও। এইটাই হোল রণ্‌পা)।

* * *

অগ্রাণ মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়ের ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রম রতনপুরের হাটের খালি ঘরগুলি অধিকার করলো। অল্প অল্প করে কেনা বেচা আরম্ভ হ'য়ে গেল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—

সব চেয়ে যে বড় ব্যবসায়ী দীননাথ দত্তের দেখা নাই। সবারই মনে হতে লাগলো দীননাথ দত্ত যদি না আসে কেনা বেচা ভাল জমেই উঠবে না। আর সনাতনের দল তো ভেবেই আকুল যে তাদের অভিসন্ধি কি দীননাথ জেনে ফেলেছে, যাতে সে আর এদেশে ফিরবেই না। সনাতনের দল প্রায় আশাশূন্য হয়ে পড়েছে। এত উদ্যম এত চেষ্টা সবই বৃথা যাবে? ঘরের দাওয়ায় বসে এই সমস্ত ভাবছে এমন সময় চন্দ্র এসে তার পাশে বসলো। তারপর খানিকক্ষণ নদীর জলের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—দীননাথ দত্ত যদি না আসে? চন্দ্রের কথা শেষ হতে না হতেই সনাতন তীব্র চীৎকার করে বললে "সে কোথায় লুকাবে চন্দ্র, এই গোটা পৃথিবী খুঁজে তাকে বার করবো। ঈশ্বর কি নাই ভেবেছিস, চন্দ্র?

চন্দ্র—ভগবানকে যে সবাই বিপদ বারণ বলে তার কিছু প্রমাণ আছে? পারিস দেখাতে?

সনাতন—যদি সময় হয় দেখাবো—

চন্দ্র—ঐ দেখ সোনাদা, মতিন আসছে।

সনাতন—'ওর আসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কিছু ভাল সংবাদ নিশ্চয়ই ও আনছে। নইলে এমন অসময়ে মতিন ঘাট ছেড়ে আসবে কেন?'

কিছুক্ষণ পরেই মতিন রণপায়ে অতি দ্রুত তাদের কাছে এসে নেমে সোৎসাহে বললে "দীননাথের নৌকা ঘাটে লেগেছে সোনাদা।"

সনাতন বললে—জানি আমি ওকে আসতেই হবে! মতিন তোর এখন একমাত্র কাজ হবে দীননাথের নৌকার আশে পাশে থেকে কখন কি ঘটে খবর নেওয়া। আমাদের ওর উপর নজর রাখতে হবে ও হাটে কি করে দেখবার জন্যে।

মতিন হাসতে হাসতে বললে—"ওর জন্য তুমি ভেবো না সোনাদা! তোমার কথা আমি কখনই অমান্য করব না।"

সনাতন মতিনের পিঠ চাপড়ে বললে "সে আমি জানি ভাই! আমাদের মা বোনদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে, কি করে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

মতিন—তুমি ঠিক জানো সোনাদা—দানায় খেয়ে টেয়ে ফেলেনি ত'?

সনাতন "অত অস্থির হোস না মতিন। দু' এক দিনেই তার প্রমাণ নিশ্চয় আমরা পাবো। আজ সন্ধ্যায় আমায় একবার জানকী খুড়োর কাছে যেতে হবে। ডাকাতি বিদ্যা শেখার আজ শেষ দিন! চন্দ্র কিছু বলছিস না যে?"

চন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে—কি আর বলবো এখন! দীননাথ এসে গেছে—ভাবছি এবার কি করব!

সনাতন—মতিন, রাত্রি এক প্রহরের পর একবার আসিস। চল্ চন্দ্র, জানকী খুড়োর কাছ হতে ঘুরে আসি। এই বলে সনাতন ও চন্দ্র গ্রামের পূর্ব্ব দিকে জানকী সর্দারের বাড়ীর দিকে গেল আর মতিন রণ্পায়ে চড়ে নদীর দিকে চলে গেল।

সনাতন চিৎকার করে বল্লে, মতিন তোর ডিঙ্গিও ঠিক রাখিস! হয়ত ওতেই যেতে হবে।

রতনপুরের হাটে এখন কেনা বেচা দিনরাত্রি প্রায় চলেছে। সনাতন, দীননাথের দোকানের আশে পাশে প্রায় সব সময়ই থাকে কি রকম লোক তার কাছে কাজের জন্য আসে, তাদের সঙ্গে কি ভাবেই বা দীননাথ কথাবার্ত্তা কয়, ইত্যাদির খোঁজ সে রাখে। সনাতনকে দোকানের কাছে ফিরতে দেখে দীননাথ তাকে ডেকে নানারকম উপদেশ দিলে—তার মা বোনের গুণ গাইতে দীননাথ প্রায় কেঁদে ফেল্লে। সনাতনের চোখেও জল এল।

প্রতিবৎসরের নিয়ম মত দীননাথ দত্ত যারা ভাল সূতো কাটতে পারে তাদের খোঁজ নিতে বেরুলো—প্রথমে গেল লক্ষ্মীদের বাড়ী—লক্ষ্মীর বাপের সঙ্গে নানারকমের আলোচনা করতে করতে লক্ষ্মীর হাতের সূতোর প্রশংসা, চন্দ্রর বিয়ে, এইরকম সুখ দুঃখের কথা বলে তাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে

নানারকম শাকসব্জির গাছ দেখে খুব প্রশংসা করলে, চন্দ্রর বাবাকে প্রশংসা করে নদী ঘাটে যাবার সোজা পথটা জেনে নিয়ে যেতে যেতে চন্দ্রর বাবাকে জিজ্ঞাসা "করলে—তোমাদের গাঁয়ের দানার উপদ্রবটা কমেছে নাকি ?"

চন্দ্রর বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"সেই শ্রাবণ মাসের পর থেকে আর কিছু নাই, আবার 'এই অগ্রাণ পৌষে কি হয়। কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে ?"

চন্দ্র হেসে উত্তর দিলে—দানাগুলো ঠিক তোমাদের সঙ্গেই আসে জেঠা মশায়। তোমরাও যখন আসো, ব্যবসা করতে, ওরাও দেয় ওদের ব্যবসা আরম্ভ করে।

দীননাথ এক গাল হেসে বললে—"আমরাই রাত্রিতে দানা হই নাকি দেখ ?"

চন্দ্রর বাবা ছেলের কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে '' ও পাগলার কথা ছাড়ুন দাদা আপনি দেবতা তুল্য লোক।"

চন্দ্র যদি লক্ষ করতো তো দেখতো যে দীননাথের সঙ্গে যে লোকটী এসেছে, সে কি রকম কটমট করে তার দিকে দু তিন বার চেয়ে "হেঁ হেঁ" করে হাসছে।

তারা চলে যাবার পরই, চন্দ্র জানকী সর্দারের বাড়ীতে গেল। সনাতন সেখানে দরজা প্রভৃতি খোলার কৌশল

শিখছিল। তার বাপের সঙ্গে কি কি কথা হচ্ছিল সব বললে।

চন্দ্র বললে -- এইবার বোধ হয় কাজ আরম্ভ করবে। মতিন কোথায় ?

সনাতন—তার কাল থেকে দেখা নাই, কোথায় কে জানে ? দিন পনের মাত্র ওদের ফিরবার দেরী আছে লক্ষ্মীই হোক, আর যাকেই হোক, দানা লাগবে।

চন্দ্র—হাতে নাতে ধরে ত সবাইকে শেষ করলে হয়, ফৌজদারের কাছে নিয়ে গেলে, সব দাদাকে শূলে দিয়ে ছাড়বে !

সনাতন—কিন্তু আমাদের মায়ের, আর অন্যান্য গ্রামের যাদের নিয়ে গেছে—তাদের কি হবে। কারা চুরি করছে জানাজানি হলে তারা সাবধান হয়ে যাবে।

চন্দ্রের যেমন ছিল আগে ভয়, এখন তেমনি সাহসও একটু বেড়েছে। সেই সঙ্গে রাগও হয়েছে মনে মনে খুব, কেবল ভাবে কি করে চোরগুলোর শাস্তি সে দেবে।

এইসব কথা বলতে বলতে তারা ঘাটে যেখানে নৌকা বাঁধা ছিল সেইখানে এসে হাজির হল, দেখলে, কাপড় প্রভৃতির মোট নৌকায় উঠছে গম, যব, ডাল প্রভৃতির বস্তা নামছে। এমন সময় মাথায় ফেট্টি বাঁধা, মতি এসে উপস্থিত,—সনাতন বা চন্দ্রের

কিছু বলবার আগেই, সে বললে'—"কোন রকমে মাঝিগুলোকে খুশি করে কাজ একটা যোগাড় করেছি, ওদের নৌকায়—বেটারা নৌকার খোলটায় ঢুকতে দিতে চায় না বলে বস্তা চাপা যাবি. তোমরা ডাঙ্গায় নজর রেখো আর রোজ সন্ধ্যার আগে এখানে এলে, বা সকালে নদীতে স্নান করতে এলে অনেক কথা হবে। সূর্য্য ঘুরলে তবে স্নানের সময় হবে। বাইরের কারও সঙ্গে কথা বললে, সর্দার মাঝি বিরক্ত হয়। বলেই তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে মতিন নৌকায় বস্তা নামাতে লাগলো।

সনাতন—চন্দ্র, মতি একটা কাজের মত কাজ করেছে, নৌকার ভিতরের অনেক খবর এবার পাওয়া যাবে।

চন্দ্র—ব্যাটা দীননাথকে জলে চুবিয়ে শেষ করব। নইলে আমার নাম চন্দ্রদাস নয়।

সনাতন—সবই হবে। দিন পনের মধ্যেই ওরা চলে যাবে এখান থেকে। সঙ্গে নেবার যা কিছু, নদীর ধারের ছাতিম গাছের উপর রেখেছিস তো? কাকে কি ভাবে যেতে হবে তার ত ঠিক নাই। তবে মনে রাখিস, নজর রাখতে হবে ঐ নৌকা চারটার উপর। এমন সময় দাননাথ তার সেই সঙ্গীটি যে চন্দ্রদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিল তাকে নিয়ে নৌকার কাছে আসতেই, সনাতন চন্দ্র এসে বলে, 'তোমার নৌকায় যাবো জেঠা।"

দীননাথ—যা-না, তা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন?

হেঁ, হেঁ—সবাই তো যাচ্ছে। নৌকায় যাবার সময় সনাতন দেখলে, দীননাথ ব্যাপারীর সঙ্গীটি কেমন একরকম অস্বাভাবিকভাবে তাদের দিকে চেয়ে আছে। সনাতন চন্দ্রকে একটা কনুয়ের ধাক্কা দিয়ে সেই লোকটাকে দেখিয়ে বললে "দেখেছিস, ঐ লোকটাকে—কেমন বদ্‌খদ্ রকমের চেহারা" চন্দ্রও ঈষৎ ফিরে দেখে উত্তর করলে—'ঐটাকে দীননাথের আসল চর বলে মনে হয়।"

সনাতন "হুঁ" বললে মাত্র। তারপর দেখতে পেলে সেই বদ্‌খদ্ লোকটা পাশের নৌকাতে গিয়েমাঝি আর কুলিগুলোর উপর বিশ্রি গলায় হুকুম চালাতে আরম্ভ করেছে। একটু পরেই সর্দার মাঝিটাকে বলছে শুনতে পেলে "সেই ছোকরা কোথায়? কেমন বুঝলি তাকে?"

মাঝি—খুব হুসিয়ার হুজুর, আর মাছের যম। ঐ যে দেখ না একাই একটা তুমনি বস্তা নিয়ে চলেচে, পরে একটা বড় যোয়ান হবে।

লোকটা যোয়ান কত হবে দেখবো। ওকে সমঝে দিয়েছিস্ ত আমাদের নৌকায় কাজ করলে আর দেশে ফিরতে পাবে না।

মাঝি—ওর মা বাপ কেউ নাই, ঘর বাড়ীও নাই. খোঁজ নিয়েচি।

একবারে ওর চোদ্দ পুরুষের খোঁজ নিয়ে বসেছেন। এইবলে তার পরের নৌকায় গিয়ে হাত নেড়ে কি সব বলতে লাগলো শোনা গেল না।”

দীননাথ তাদের কাছে এসে বললে—নৌকা বেশ ভাল লাগছে না ?

সনাতন—আবদারের সুরে বললে—বললুম জেঠা নিয়ে চল, তোমাদের দেশে।

দীননাথ—সত্যই যাবি ? আর চন্দ্র, তুইও যাবি নাকি ? তোর বাবা ছাড়বে তোকে” বলেই হে হে করে এক গাল হেঁসে আবার বল্‌লে—“তোর বাবা যদি বলে দুই জনকেই নিয়ে যাবো, কিন্তু জান তো ফিরে আসতে সেই শ্রাবণ, ভাদ্র !

সনাতন—আপনার সংগে চন্দ্রর বাবা বাঘের মুখে যেতেও ছেড়ে দেবে।

দীননাথ—তা জানিরে, তা জানি। রতনগাঁয়ের সবাই আমায় যে কি দিয়ে কিনেছে জানিনা—বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললে—কে জানে ভগবান এ সুখ কতদিন রাখবেন, বয়স ত হয়ে আসছে, আর কতকালই বা এই পাপের বোঝা বয়ে ম'রব। নাকি সুরের অভিনয় তাদের কাছে আর কিছুই ভাল লাগছিল না, তারা দুজনেই মনে মনে কি রকম রাগছে

তার এই ভণ্ডামি দেখে তোমরা বেশ বুঝতে পারছো? তাই চন্দ্র ধীরে ধীরে বললে—"সন্ধ্যা হয়ে এলো এরার যাই কাকা—সোনার ত ঘরে সন্ধ্যা দিতে হয়।"

দীননাথ—প্রায় কেঁদে ফেলে বলতে লাগলো—সোনার মা আর বোনের কথা আমায় মনে করাস না চন্দ্র—মায়েদের আমার কি হাত, কি সুতো আঃ হাঃ; তারপর গলা একটু খাটো করে বললে—ভগবান জানেন, আমি জোর করে বলছি এ দানা টানা নয়, মানুষের কাজ, কাপালিক টাপালিক বোধ হয় নরবলি দিচ্ছে। পারতিস এর একটা কোন বিহিত করতে? খরচ আমি দিতাম যত লাগে। নিয়ে যায় কি তা দিকেই যারা সুতো কাটতে পারে ভালো! আমি ত অনেক গাঁ থেকেই কাপড় কিনি। কিন্তু মসলিন তৈরীর সুতো যেন কমে আসছে—তোদের খুব সাহস—টাকা আমি দোবো—ও. নকেই চ'লেছি, কথা বলতে যদি আরম্ভ করেছি আর মনেই থাকে না সন্ধ্যা হয়ে এলো. যা বাবা তোরা। তোর বাবা যদি বলে চন্দ্র, নিশ্চয়ই তোদের আমি দিল্লী পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে আনবো এই বলে ছইয়ের মধ্যে চলে গেল।

সনাতন আর চন্দ্র দুজনে, দীননাথের ভণ্ডামির কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

* * *

মতির নৌকায় কাজ নেবার পর থেকে, সারাদিন যেমন খাটতে হচ্ছে, সবার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে আবার রাত্রির অর্দ্ধেকের উপর তেমনি জেগে কাটাতে হয়, নৌকার লোকদের রাত্রির কাজ দেখবার জন্যে। এত চেষ্টা করেও সে বড় ঘরটার ভেতর কোনদিন যেতে পারেনি অথচ একদিন মনে হল, ভিতরে যেন মেয়েছেলের গলা। শত সহস্র কাজ করলেও তার নজর নৌকার নীচে নামার দরজাটার দিকে। এক ফাঁকে ভিতরটা দেখবার জন্য মন তার ছট্ ফট্ করে কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারে না। দুটো ষণ্ডা মার্ক মাঝি ঠিক নিয়মমত দরজাটার পাশে বসে গল্প করে, ঘুমোয়! তাদের ভাব দেখে মতিন বেশ বুঝেছে এ মাঝি দু'টী দরজার প্রহরী।

ব্যবসায়ীরা বোধ হয় ৫।৭ দিনের মধ্যে রতনপুর ছাড়বে। কেনা বেচা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সনাতন ত অস্থির হয়ে পড়েছে। গাঁ থেকে একটা মেয়েও চুরি যায় না! দীননাথ কি তাহলে তাদের যুক্তির কথা জানতে পেরে ভয় পেয়েছে! ঠিক তার মাকে দীননাথই নিয়ে গেছে কিনা মাঝে মাঝে তার সন্দেহও হয়। দীননাথের অমন সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার দেখে। তার ঘরের দাওয়ায় বসে বসে এই সব ভাবছে এমন সময় মতি আর চন্দ্র এসে উপস্থিত হল। মতিনকে দেখে সনাতন জিজ্ঞাসা

করলে "কিরে মতিন কিছু জানতে পারলি ?"

মতি—খুব জোর খবর সোনাদা, কাল রাত্রে কোন গ্রাম থেকে, বোধ হয় দুটো মেয়েকে নৌকায় করে এনেছে। রাত্রিতে এরা আমায় কোন কাজ করতে দেয় না, বলে নূতন কাজে লেগেছি, না জিরুলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। রাত্রের কাজ আমি জানতে যাতে না পারি এই হল আসল কথা।"

সনাতন—মাঝিদের কাছে কিছু শুনেছিস কবে ওরা এখান থেকে যাবে।

মতি—পরশু রাত্রে। জোয়ার আস্‌বে রাত্রি ২টার পর, সেই সময় নৌকা ছাড়বে।

চন্দ্র—আমরাও ত পরশু ওদের পেছন নোব।

সনাতন—নিশ্চয় ! আমি একটু গোলমালে পড়েছিলাম। মতি যে সংবাদ দিলে, তাতে আর দ্বিধা করবার কিছু নাই। তোর পিশি এয়েছে ?

চন্দ্র—হ্যাঁ, সকালে। না হলেও ক্ষতি ছিল না লক্ষ্মী যখন আছে, তখন বাবার কিছু অসুবিধা হ'ত না।

সনাতন—না, না. পিশি এসে ভালই হয়েছে, তুই থাকবি না, ধর্ম্মবাবাও বুড়ো মানুষ, বুঝলি !

মতি – কিন্তু সোনাদা, লক্ষ্মীর বিষয় অতটা নিশ্চিন্ত হোওনা। হয়ত এটা তাদের শেষ শিকারও হতে পারে।

সনাতন—আমার মনে হচ্ছে মতি, এ গাঁয়ের কারও গায়ে হাত দিতে ওরা সাহস করবে না।

চন্দ্র—বুক ফুলিয়ে বলে একশ' বার। প্রাণে ভয় নাই বুঝি, একবার পেলে বাছাধনদের মামাবাড়ীর পথ দেখিয়ে দোব।

মতি—সোনাদা, আর দেরী আমি করতে পারবো না। একবার জেলেপাড়া দিয়ে ঘুরে আসি, অনেকদিন ওদের খেয়েছি—বুড়ো মাঝি বললে কাজ শেষ হলে হঠাৎ নৌকা ছেড়ে যেতে পারে। দেখা শোনা, যা করবার করে নাও। তোমরা কি ডাঙ্গাতেই যাবে ?

সনাতন—না আমরা তোর সংগেই থাকবো দীননাথ দত্ত, তার দেশে আমাদের নিয়ে যাবে।

কিন্তু কি সাহসে নিয়ে যাবে, বলতে পারিস ? বেটা জানেনা যে তার যম সঙ্গে যাচ্ছে।

মতি—রতনপুর ছেড়ে গেলেই ওর খপ্পরে পড়বে, তখন টুঁ করেছ কি, ঐ যমদূত মাঝিগুলো দফা শেষ করবে।

সনাতন—সেটা মিছে নয়, মতিন। এখানে আমাদের জোর যত, বাইরে ঠিক বিপদ আর অসুবিধাই তত হবে। কিন্তু আমরা ভাল কাজে যাবো,—সেই জন্য জয় আমাদের হবেই। হাঁ, তোকে আর একটা খবর দিই, জানকী সর্দ্দার ধরেছে ভয়ানক

চেপে, বলে তোরা কোথা যাবি বল? খুব বিপদ যদি মনে করিস্—কালুটাকে নিয়ে যা, ও তোদের চেয়ে কম যায় না, কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা, যা কিছু করব আমরা তিন জন। মরতে হয় আমরা তিন জনই ম'রব।

চন্দ্র—আমি কিন্তু বলছিলাম, রতনপুরের বাইরে গিয়ে যদি তিনএর যায়গায় পাঁচ হই তাতে প্রতিজ্ঞার কি ভঙ্গ হবে? জানকী খুড়ো শেষে ত বললে—তোদের মতলব সে কোনদিন জানতে চাইবে না। তোদের যদি বিপদ হয় প্রাণ দিয়ে লড়বে।

মতি—তা সোনাদা তুমি যা বোঝ কর, তুমিই ত আমাদের সর্দ্দার, তোমার মতের বাইরে কোন মত আমি দোব না। দাঁড়িয়ে উঠে—' আমার আর অপেক্ষা করা চলবে না সন্ধ্যার আগেই আমায় নৌকায় ফিরতে হবে" এই বলেই মতিন যেতে আরম্ভ করলে সনাতন ও চন্দ্র তাকে এগিয়ে দিতে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

* * *

দীননাথের দোকানে আশে পাশের গ্রামের অনেক লোক এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। দীননাথ দুঃখ করে বললে—ব্যবসা বড়ই মন্দা রাম, রতনপুরের হাট ত তোমাদের প্রায় বন্ধ হতে চল্‌লো। সে রকম মিহি কাপড়ের আর বেশী ত আমদানী নাই?

মুকুন্দ আমাদের ভাগ্য দাদা। দানা কি ঠিক বেছে বেছে নিয়ে যায় যারাই ভাল স্থতো কাটে তাদেরই ? সোনার মা বোন চন্দ্রর মা, মতিন মুসলমানের মা, বামুন পাড়ার ৩।৪টা। আশে পাশের ১।১ গ্রামের ৫।৭ জন।

দীননাথ—ভগবান জানেন, এর উদ্দেশ্য কি ? হয়ত তোমাদের খারাপ সময় এসেছে, ভগবানের ইচ্ছা নয় তোমাদের গ্রাম থেকে আর মসলিন হোক, ( মাথায় হাত দিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ) এমন সময় চন্দ্র আর সনাতন এসে উপস্থিত হয়েই বললে—"আমরা খাওয়া দাওয়া করে নৌকায় উঠবো জ্যাঠা ?"

দীননাথ—এই দেখ, ছেলে দুটো সঙ্গ নিচ্ছে। চন্দ্রর বাবা ত রাজি হয় না, তারপর আমি যখন বললাম, আমি দানা নয় হে, দীননাথ দত্ত ব্যাপারী। তখন রাজি হোল এই কথা বলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

রাম—সনাতন কি বলে শুনেছেন ?

দীননাথ—কি বল ত ?

চন্দ্র তখন সোনার কানে কানে বললে 'ভণ্ডামি দেখ সোনা', সোনা তার গা টিপে বললে 'চুপ'।

রাম—ও বলে, দানা টানা সব মিথ্যা, মানুষই এসব চুরি করছে। আর বাইরে কোথাও বিক্রি করছে।

দীননাথ—( খানিক ভেবে ) সনাতনের কথা একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না রামলোচন। তোমাদেরও দল বেঁধে পাহারা দেওয়া উচিৎ।

রাম—সবাই দানার ভয়েই অস্থির। আর দেবে পাহারা! কেউ ছেলের গলায় দিচ্ছে মাদুলি ঝুলিয়ে, কেউ কত শেকড় বাকড় কোমরে বাঁধছে—দানার ভয় দূর করবার জন্য। মাঝখান থেকে রোজাদের কিছু হচ্ছে। তারপর ২।১টা সাধু সন্ন্যাসী এলে আর রক্ষে নাই।

দীননাথ—শুনলে শম্ভুচরণ, রামলোচনের কথা? ভূত প্রেত একবারে উড়িয়ে দিতে চায়। দেশে দেশে ঘুরছি, ভূত প্রেতের হাতে পড়ে নাজেহালও হয়েছি বৈকি। হঁ; তবে মনে সাহস থাকলে বিশেষ ক্ষতি কিছু তারা করে না। তবে কি জান, যে যেমন প্রকৃতির লোক, ভূতযোনী প্রাপ্তির পর তার ঠিক সেই রকম ভাবই থাকে। কেউ চায় লোকালয়ে থেকে সাধারণের অনিষ্ট করতে তাতেই তাদের আনন্দ, আর কেউ লোকালয়ের বাইরে থেকে কাটাতে চায়।

শম্ভু—কিন্তু খুড়ো, আমাদের যে শশ্মান, ওর ওখানে রাত্রিতে যায় কার সাধ্য। ভূত পেত্নীর হাট বসে যায় তখন। দূরে গিয়ে দাঁড়ালে কখনও শুনতে পাবেন বিকট হাসি, ছোট ছেলের কান্না, কখনও “থাক্ থাক্” করে কেউ ছেলেকে চুপ করাচ্ছে।

চন্দ্র—শম্ভূদা, যদি বল ত এখনিই আমি কামার বুড়ির হাঁড়ি—না হয় ত অশোক গাছের ডাল ভেঙ্গে আনতে পারি।

রামলোচন—বাবাজি! জোয়ান বেলায় আমরাও ঐ রকম বুকের পাটা দেখাতাম। মনে আছে শম্ভু, যদুর কীর্ত্তি! শেষে আমরা গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসি, একবারে কাপড় টাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে ভূতে। ও শশ্মানে আর চালাকী করতে যেও না বাবাজী অপঘাতে প্রাণ যাবে।

দীননাথ—তা যা বলেছ, ও রকম সাহস করো না চন্দ্র ওতে কি এমন নাম পাবে। হাঁ, তবে যদি পারতে ঐ মেয়ে চুরির কিনারা করতে, তবে সবার বাহবা পেতে।

এমন সময় দীননাথের সঙ্গে যে লোকটী প্রায় থাকে—খুব বদ্‌খদ্ রকমের চেহারা, দেখেই কেমন তার উপর ভয়, রাগ আর বিরক্তি আসে—এসেই দীননাথ দত্তকে বললে "মাল সবই তোলা হয়ে গেছে দাদা। জোয়ার আরম্ভ হবার আগেই নৌকা ছাড়তে হবে।

দীননাথ—বেশ ভাই বেশ, আহা, জানো রামলোচন, একদিন ঐ ভায়াটী আমার জীবন কি বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করেছে। ডাকাতে নৌকা আক্রমণ করে মালপত্র লুটে নিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দিলে গঙ্গায়। জলে ভাসছি, আর ভাবছি—

ছেলে পিলে, ঘরবাড়ীর কথা—কোথায় তারা—আর আমি গঙ্গায় অপঘাতে ডুবে মরছি। এমন সময় নৌকার ভাঙ্গা একখানা কাঠ ধরে ভেসে এসে আমায় নিয়ে ডাঙ্গায় উঠলো। সেই থেকে ওকে আমার ব্যবসায় সিকি অংশীদার করে নিয়েছি। জনার্দ্দন এখন আমার সব।

জনার্দ্দন একটু হেসে বললে—দাদা বড় বেশী করে প্রশংসা করেন। আমি যে কতবড় মহাপাপী ভগবানই জানেন। যদি আমার কাজের কথা জানতেন, আমায় ভাই বলে ত ভাল-বাসতেনই না, বোধহয় ফৌজদারের হাতে দিয়ে শূলে দিতেন।

দীননাথ—কেন মিছে সেই এক যুগ আগেকার কথা মনে করে কষ্ট পাও জনার্দ্দন, তোমার মতন মানুষ হাজারে হয় না। জানলে শম্ভু আমি যখন ডুবে মরতে যাচ্ছি—

জনার্দ্দন—কিন্তু দাদা, আমার পুরোন কাজটার সংবাদ এদের জানিয়ে দিন। কি করে বড় বড় জমিদার বাড়ী লুট করে বেড়াতাম, দু'শো লেটেলের মাঝখানে গিয়ে "জনার্দ্দন সর্দ্দারের সামনে কে লাঠি ধরবি আয় বলে দাঁড়ালে" সর্দ্দার বলে সবাই শুড় শুড় করে চলে যেত। সেই জনার্দ্দনকে তুমি কি যে করেছ দাদা! সকাল সন্ধ্যায় লাঠি, সড়কি অভ্যাস ছেড়ে, হরিনামের মালা ঠক্ ঠক্ করে বসে বসে। তারপর সনাতন আর চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে জনার্দ্দন বললে—এই ছোঁড়া দুটো বুঝি তোমার

পেছু নিয়েছে, যাবে দিল্লীর লাড্ডু খেতে ? তুমি বলে দিলেই ত পারতে, এখানকার হাটে আর ফেরা হবে না। যার জন্যে আসা, কাপড় তা আর পাওয়া যায় না ?

দীননাথ—হেসে বললে কেন এতগুলি বন্ধুর সংগ ! এতে কম লাভ। এটা রতনপুরের হাট জনার্দ্দন, রত্নের অভাব এখানে হবে না। ২।৫টা হাটে হয়ত কিছু কম লাভ হবে।

জনার্দ্দন—আমরা ব্যবসাদার। লাভ লোকসান দেখে ত আসতে হবে।

দীননাথ—এর হিসাব পরে হবে। দেখবো ভায়া, লবঙ্গ, কর্পূর, কবিরাজি মশলা বিক্রির হাট কোথায় বড় পাও, হাঃ হাঃ ভায়া—ব্যবসা করে চুল পাকিয়ে দিনু।

জনার্দ্দন—নৌকায় যাবার ব্যবস্থা করুন। যাও না হে ছোকরারা, তৈরী হয়ে এসো, দিল্লীর লাড্ডুর আস্বাদটা পাবার ইচ্ছে যখন হয়েছে।

সনাতন ও চন্দ্র—"আমরা এখনই নৌকায় যাচ্ছি" বলে চলে গেল।

* * *

ঘরে গিয়ে সনাতন চন্দ্রকে নৌকায় পাঠিয়ে দিয়ে তার কাকার কাছে গেল, তার ঘরটার ব্যবস্থা করবার জন্য। চন্দ্র বাড়া থেকে বেরিয়ে খানিকটা গেছে এমন সময় তার পেছনে

৫।৬ জন লোকের পায়ের আওয়াজ, ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে দেখলে কতকগুলো লোক একটা কি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। পাশেই একটা ঝোপ ছিল তার ভিতর লুকিয়ে দেখে, তালগাছের মত লম্বা—বোধ হয় দানা—কাল কুচকুচে চেহারা—মনে হল যেন কাকে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সবার পেছনে জনার্দ্দনের চাপা গলার আওয়াজ। একটু দূরে দেখলে ১৪।১৫ হাত লম্বা দৈত্যের মত লোক হুম্ হুম্ করে চলেছে। চন্দ্রর ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করে কাঁপতে লাগলো, বুকে হাত দিয়ে রাম রাম করতে আরম্ভ করলে। ভাবতে লাগলো, এর সঙ্গে লড়বো, এক চাপড়ে আমাদের সব গুলোকেই শেষ করে দেবে। কিন্তু জনার্দ্দনের মত কথা শুনলাম—এই কথা মনে পড়ায়, চন্দ্রের সাহস আবার ফিরে এলো, সে নিঃশব্দে কিন্তু খুব দূরে থেকে তার পিছু নিলে। তার ভাবতে যেটুকু দেরী হয়েছিল, তার মধ্যে দানারা বেশ একটু এগিয়ে গেছে, এই দেখে চন্দ্র ছুটতে আরম্ভ করলে। প্রায় নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় দেখলে কে একজন রণপা করে খুব সাবধানে অথচ দ্রুত নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্র—"কে যায়" জিজ্ঞাসা করাতে রণপাওয়ালা লোকটী তাড়াতাড়ি চন্দ্রর দিকে ফিরে আসতে আসতে বললে, "আমি কালু", সনাতন কৈ ?

…নৌকায় উঠে একটা লোকের মাথায় সজোরে লাঠি দিয়ে এক ঘা লাগিয়ে দিলে… [ পৃঃ ৪৫

চন্দ্র—কে কালু। শীঘ্র আমার সঙ্গে আয়, সোনা কোথা পরে বলছি, নদীর ধারে এসে পড়ে দেখে, চার পাঁচ জন লোক কাকে ধরাধরি করে দীননাথের নৌকায় তুলছে। চন্দ্র কালুকে সেইখানে অপেক্ষা করতে বলে, ছুটে গেল এবং নৌকায় উঠে একটা লোকের মাথায় সজোরে হাতের লাঠি দিয়ে এক ঘা লাগিয়ে দিলে. বাপ্‌রে বলে সে লোকটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন মাঝি লাঠি নিয়ে চন্দ্রর উপর লাফিয়ে পড়ল। চন্দ্রের লাঠির চোটে তারা প্রায় কাবু হয়ে এসেছে—এমন সময় মতি ছুটে এসে মাছ ধরবার জালটা চন্দ্রের উপর খেয়াছেই, জাল জড়িয়ে চন্দ্র আর লাঠি চালাতে পারলে না। দু' তিন জনে তাকে ধরে ফেল্লে। চন্দ্র মশালের আলোয় মতিকে চিন্তে পেরে রাগে চীৎকার করে বললে—"মতি তুই ?"

মতি কেবল একটু মুচকি হাসলে। ঠিক সেই সময় মাঝিরা চীৎকার করে উঠলো, "জোয়ার এসেছে—জোয়ার এসেছে—" দেখতে দেখতে সমস্ত নৌকার নঙ্গর ও পাল তোলা হয়ে গেল। হাওয়া ও জোয়ার এই দুইয়ের টানে মিলে, নৌকা তীরবেগে নদীর মাঝে এগিয়ে চললো।

কালু যাচ্ছিল নৌকার দিকে ছুটে, সনাতন পেছন থেকে তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—"আমার সঙ্গে আয় কালু"। তারপর ছাতিম গাছ থেকে তাদের অস্ত্র শস্ত্র নিলে এবং রণপা

নিয়ে, যেদিকে নৌকা গেছে নদীর তীরে তীরে সেই দিকে যেতে যেতে বললে, তোকে না পাঠালেই পারতো কালু, জানকী খুড়ো জানেনা কি বিপদের মুখে আমরা যাচ্ছি।

কালু উত্তর করলে—বিপদ টিপদ জানিনা সোনাদা। বাবা বললে তোমাদের সঙ্গে যেতে, আর তুমি যা বল শুনতে। বাস্।

সনাতন—বেশ চল আমাদের এতে আনন্দই ত হবে। বিপদের মুখে একটা ত সঙ্গী বাড়ল।

দীননাথের নৌকা পাল তুলে দিয়ে চলেছে। আর সনাতন কালু দুইজনে নদীর কিনারা ধরে নৌকাগুলোর পিছু পিছু চলেছে। তাদের মস্ত অসুবিধা দিনের বেলায় প্রায় রণপা করে যাওয়া মুস্কিল লোকে দেখলে নানারকম বিপদ ঘটতে পারে। নৌকাও সবদিন রাত্রে চলে না। নদীর ধারে ধারে সব যায়গায় রাস্তাও নাই, ভয়ানক সাপের ভয়। তারপর ভীষন অন্ধকার। কোথাও কাদা রণপা চলে না। রাস্তা প্রায় দেখাই যায় না।

সনাতন বললে—“কালু এমন করে যাওয়া ত বড়ই মুস্কিল। কোন রকমে একটা জেলে ডিঙ্গি পাওয়া গেলেও বড় নৌকা-গুলোর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যেত। সব যায়গাতেই নদীর পাশে পাশে রাস্তা পাওয়া যাবে না।

কালু—এই তিনদিনের পথ এসে ডিঙ্গি যোগাড় করতে গেলে চুরি ছাড়া কোন উপায় নাই। নদীতে কোথাও জেলে ডিঙ্গি দেখলে তাতেই চড়তে হবে।

সনাতন—কিন্তু যাদের ডিঙ্গি তারা যে খোঁজ না করে সহজে ছাড়বে এমন মনে হয় না। তবে গঙ্গা পর্য্যন্ত খুব তর্‌তর্‌ করে যাওয়া যাবে।

কালু—কিন্তু ওদের নৌকার কাছে কাছে যেতে পারা যাবে না, সন্দেহ করতে পারে।

সনাতন—ডিঙ্গি পাওয়া যাক্—তারপর ব্যবস্থা হবে।

এইরূপ কথা বলতে বলতে তারা একটা মাঠের ধারে এসে পড়লো। গাছ নেই বললেই হয়। মনে হয় যেন একটু দূরে একটা গ্রাম।

দেখছিস্ কালু—সামনেই গ্রাম ঐ মিট্‌ মিট্‌ করে আলো জ্বলছে না?

কালু—আলো দেখেই গ্রাম বলে গেলে চলবে না সোনাদা, ডাকাতে কালীর আড্ডাও ত হতে পারে। ওদের হাতে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। মায়ের কাছে দুজনকেই বলি দিয়ে দেবে।

সনাতন—এরকম অন্ধকারে হাঁটা মুস্কিল, পথ ঘাট কিছু ঠিক নাই, খানা ডোবায় পড়তে পড়তে বাঁচতে হচ্ছে। বাঘও যে

কখন তাড়া করবে তার ঠিক নাই। ভগিস্ তুই ছিলি, ভগবান সহায়, নইলে আমি এ পথে কি যেতে পারতাম অন্ধকারে। এইরূপ কথা কইতে কইতে তারা প্রায় সেই আলোর কাছে এসে পড়েছে। দূর থেকে দেখে সনাতনের ত প্রাণ উড়ু উড়ু অবস্থা। কালু যা ধারণা করেছিল—এ তাই। এটা ডাকাতে কালীর আড্ডা।

কালু আগেই তা আন্দাজ করেছিল। বললে সোনাদা দেখলে, ভেবে চিন্তে না কাজ করলে দুজনেই গেছলাম আর কি? তারপর আসতে সোনাকে বললে—এগিয়ে এসো ঐ বটগাছটার অন্ধকারে। ওদের কাণ্ডটা দেখবে।

সনাতন হঠাৎ থেমে ভয়ে বললে—"কালু?"

কালু—কি?

সনাতন—মন্দিরের সামনে খুঁটীতে একটা ছোকরা দড়ি দিয়ে বাঁধা না?

কালু—হুঁ, ও বেচারাই আজকার বলির পাঁঠা হয়েছে।

সনাতন—তোর ভয় হচ্ছে না কালু?

কালু—ও তো আর নূতন কিছু নয়, বাবার কাছে এরকম ঘটনা ত অনেকবারই ঘটেছে। নরবলি দিয়ে ডাকাতি করতে গেলে কাজ খুব ভাল হয়।

সনাতন—আশ্চর্য্যভাবে কালুর দিকে তাকিয়ে বললে—জানকী খুড়ো ডাকাতি ত ক'রত জানি, নরবলিও দিত ?

কালু—সে পুরোন কথা। এখন এ ছোকরাটাকে কোনরকমে বাঁচাতে পারা যায় না ? হয়ত আমাদের খুব কাজেও লাগতে পারে। কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। ও পালালে ডাকাতদের আজকের রাত্রিটা বৃথা যাবে। চারদিকে ওরা মরিয়া হয়ে ছুটবে।

সনাতন—ঐ ত মাত্র দু' তিন জন বসে আছে দেখছি।

কালু—জুটবে সবাই, তার আগে কি করে ওকে বাঁচান যায়— ?

সনাতন—লোকটার খুঁটীর বাঁধন আমি এখান থেকেই কেটে দিতে পারি। কাটবো ?

কালু সনাতনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—"এ মন্ত্র ত বাবা আমায় দেয়নি !"

সনাতনের এবার হাসি পেলো, হেসে বললে—মন্ত্র টন্ত্র কিছু জানিনা, এই তীরে করে বাঁধন কাটবো—কিন্তু তারপর ?

কালু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার তীরের কৌশলের কথা বাবার কাছে শুনেছি বটে। আচ্ছা এক কাজ কর। ঐ যে ডাকাত তিনটা বসে বসে তামাক খাচ্ছে, ওদের সামনেই মন্দিরের

দরজা, ওতে পর পর তীর লাগাও। ওরা চমকে উঠে ওদিকে তাকালেই এক তীরে ছোকরাটার দড়ির বাঁধনটা কেটেই আলোটাকে দেবে নিবিয়ে, তারপর যা করবার আমি করছি— এই বলেই কালু মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো।

সনাতন পর পর তীর নিমেষের মধ্যে মন্দিরের দরজায় লাগাতেই দরজাটা গেল ধড়াস করে খুলে। ডাকাত তিনটা তখন চমকে হুঁকো ফেলে ফিরে বসেছে, এর মধ্যে সন্ সন্ করে দুটো তীর সনাতনের হাত থেকে ছুটে গিয়ে একটা দিলে লোকটা যে খুঁটিটার সঙ্গে বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটা কেটে. আর একটা তীর দিলে আলোটা নিবিয়ে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সনাতন একটা বিকট হাসি শুনতে পেলে, তার সামান্য পরেই দেখলে ডাকাত তিনটী প্রাণভয়ে বটগাছের তলা দিয়ে ছুটছে। সনাতন তীর ছোড়বার সময় বটগাছের একটা ডালে উঠেছিল। সেই গাছের ডালটা জোরে নাড়াতেই ও—ও -ও করে ডাকাতগুলো জোরে ছুট দিলে।

একটু পরেই কালু লোকটাকে কাঁধে করে নিয়ে এসে বললে—"সোনাদা, নেমে এসো শীগ্রি, ওরা এখনই ফিরে আসবে। যে দিক থেকে এসেছি সেই দিকেই পালাতে হবে" এই বলে ছোকরাটার বাঁধন খুলে দিলে। ছোকরাটা যেমনি "কে মশায় আপনারা" বলেছে, অমনি কালু ধমকে বললে "চুপ্ যমের দূত, শীগ্রি পিঠে উঠে কোমরে

পা দিয়ে জড়িয়ে ধর।” লোকটা ভয়ে পিঠে উঠতেই, সনাতনের দিকে ফিরে বললে যত শীগ্রি পারা যায় ছুটতে হবে। এই নাও তীরগুলো। তারপর দুজনে রণপা করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে যেতে আরম্ভ করলে, কিন্তু ভয়ানক কাণ্ড—ডাকাতগুলো ঠিক তাদের সামনে দিয়ে আসছে ভীষণ উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে।

কালু টপ্ করে বাঁদিকে ফিরেই সনাতনকে বললে—“এই দিকে এসো। বেটাদের আড্ডার পাশ দিয়ে আমরা এসেছি দেখছি।” বলেই তারা দ্রুত গিয়ে একটা গাছের অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। তারপর ডাকাতগুলো এসে চারদিক খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলে। কিন্তু তারা তখন সেই লোকটাকে নিয়ে বহুদূর চলে গেছে। সকাল হতেই তারা যে নদীর ধারে এসে পড়ছে তা দেখতে পেলে। কিন্তু তারা যে কয়খানা বড় নৌকার পিছু পিছু চলেছিল, তারা যে কোনদিকে রইল—তা কেউ বুঝতে পারলে না।

* * *

এদিকে চন্দ্র ত হাত পা বাঁধা অবস্থায় নৌকার একদিকে আছে। খাবার সময় কেবল তার হাতটা খোলা হয়। মতির উপর সে ভীষণ চোটে গেছে, মতিও যখন তখন তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। মতির এইরূপ পরিবর্ত্তনে চন্দ্র একেবারে

অবাক হয়ে গেছে। মতির এখন মাঝিদের কাছে খুব প্রতিপত্তি। যা ইচ্ছা তাই করে। আর জনার্দ্দন ত' মতি বলতে অজ্ঞান। বুড়ো মাঝি ঝড়ের সময়ও মতিকে হাল ধরতে দিয়ে সস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তামাক খায়। এইভাবে চন্দ্রের দিন কাটছে। একটা গ্রামের পাশে নৌকা নঙ্গর করল। জনার্দ্দনের ইঙ্গিত মত চন্দ্রকে মাঝিরা নৌকার নীচে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দীননাথ দত্ত হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে, তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে—"ও কে? রতনপুরের চন্দ্র না? আমার সঙ্গে আসবে বলেছিল, সোনা কই? কি হয়েছে চল ত দেখে আসি" বলে, চন্দ্র যে নৌকায় বন্দী, সে নৌকায় পা দিতেই, জনার্দ্দন গম্ভীরভাবে এসে বললে—"ওসব ব্যাপারে আপনি হাত দেবেন না। ও ছোকরা ভীষণ বদ্‌মাইস। আমার ওপর—"

দীননাথ দত্ত বাধা দিয়ে বললে—"ছি ছি, জনার্দ্দন! জীবকে কষ্ট দিও না। নিয়ে এসো ওকে আমার কাছে, দেখি ও কি করেছে।

জনার্দ্দন—এ ব্যাপারে আপনার না হাত দেওয়াই উচিত দাদা। আপনি বিশ্রাম করুন, ব্যাপারীদের সঙ্গে কথা বলুন।

দীননাথ—না, আমি অন্যায় কখনই সহ্য করব না। জনার্দ্দন তোমায় কতদিন্ ধরে সৎ হবার জন্য বলছি। ও ছেলে মানুষ

হয়ত সত্যই কিছু অন্যায় করে থাকবে, তা' বলে ওকে কয়েদ করা ? আমরা ব্যবসাদার, পাঁচজনে আমাদের উপর রাগ করলে, ব্যবসার ক্ষতি বইত নয়।

জনার্দ্দন—আপনি বলতে চান আমি সৎ হইনি ?

দীননাথ—এ ব্যবহার দেখে আমি কিছুতেই বলতে পারবো না যে. তুমি তোমার বহুদিনের নরহত্যার, ডাকাতির ভাব ত্যাগ করেছ।

জনার্দ্দন -ঠিক বলেছ. দীননাথ দত্ত। আমি ডাকাত, মানুষ মারি। এ সাধুতা আমার ভান। আমি কত বড় ব্যবসাদার হয়েছি, তা তোমাকে একদিন দেখাতে চাই। ডাকাতি আমি আর করি না, করবও না।

দীননাথ দত্ত চীৎকার করে বললে—জান তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ. আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই নৌকা থেকে চিরদিনের মত তাড়িয়ে দিতে পারি। তুমি ডাকাত, নরঘাতক, আমি যদি ফৌজদারকে বলি তোমায় শূলে যেতে হবে।

জনার্দ্দন—জনার্দ্দনকে শূলে দেবে দীননাথ দত্ত ! দেখ, কে কাকে শূলে দেয়। রামু ! দীননাথ দত্তকে বেঁধে, পাটাতনের নীচে ফেল্।

একথা শুনে প্রায় আট দশজন মাঝি দীননাথের যাতে কোন অনিষ্ট না হয় তাই সেই নৌকার দিকে ছুটে আসছিল.

কিন্তু এদিকেও কতগুলো মাঝি জনার্দ্দনের আদেশ পেয়ে যে যার সুবিধামত অস্ত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল।

দীননাথ একটু হেসে জনার্দ্দনের কাছে এসে বললে—ভাই! রাগ মনুষত্ব নষ্ট করে। আমিই অপরাধী। প্রাণের ভয়ে একথা বলছি ভেবনা—আমি রাগে মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছিলাম। জীবন ভগবানের দান—তিনি ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। তুমি এই ত বললে—ব্যবসা ছাড়া কোন অন্যায় আর করবে না। তাহলে ভাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ব্যবসার নষ্ট করি কেন? যদি মতের মিল নষ্ট হয়, ব্যবসা করে উন্নতি আর করতে পারবে না। ন্যায়ের কাছে একদিন তোমায় নত হতেই হবে।

জনার্দ্দন—সে কথা যখন নত হতে হবে তখন ভাববো। কোন কাজের সুচনা করতে গেলে একটু আধটু অন্যায় করতে হয়। আমি অন্যায় বেশী করি নাই করবও না। আমি খাঁটি ব্যবসাদারই হবো। ব্যবসায় আপনিই আমার গুরু একথা আমি কোনদিন অস্বীকার করি না।

দীননাথ তবে ভাই গুরু বধ করে পাপ করবে কেন?

দীননাথের এক কথায় জনার্দ্দন বেশ একটু লজ্জিত হয়েছে বোঝা গেল। একটু পরেই মাঝিদের দিকে ফিরে বললে—তোরা এখানে কেন? যে যার কাজে যা। তারপর দীননাথের

কাছে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে বললে—দাদা! নূতন ব্যবসায় আপনি আমায় নামিয়েছেন। দেখবেন ব্যবসা বুদ্ধিতে কম আমি যাবো না। তবে আমার একটা অনুরোধ চন্দ্রের কথা আমায় এখন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে চন্দ্রের আমি কোন অনিষ্ট করব না। আমাদের ব্যবসায় যে বাধা দেবে তাকে শাস্তি দিতে আমি কুণ্ঠিত হ'ব না। আপনিও কি তা চান না?

দীননাথ—তাতে ত ভাই আমি তোমার সঙ্গে একমত।

এই গোলমালের মধ্যেও মতি চন্দ্রের পাশেই রাশি রাশি মালপত্রের মাঝ থেকে বস্তা টেনে সিঁড়ির ধারে একটু যায়গা করছিল। একজন মাঝি এসে মতিকে বললে—তুই এখানে আছিস্, সর্দ্দার ঐ ছোঁড়াটাকে দেখবার জন্য পাঠালে। বেটা যদি কোনরকমে ভেগে পড়ে।

মতি বললে—বলুক একবার সর্দ্দার. এক লাঠিতে খুলিটা উড়িয়ে জলে ফেলে দি।

মাঝি—সর্দ্দারের তা ইচ্ছে নয়—আজকাল মানুষের গায়ে হাতটী পর্য্যন্ত দেয় না। ছোকরা যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখে, সর্দ্দার ভাল কাজই দেবে।

এমন সময় জনার্দ্দন মতিকে ডাকতে, "যাচ্ছি সর্দ্দার" বলে যাবার সময় চন্দ্রকে লাঠির একটা গুঁতো দিয়ে বলে গেল,

পালাবার চেষ্টা করো না বাছাধন, মাথার খুলি আর থাকবে না।

*　　　　*　　　　*

সনাতন আর কালু যখন দেখলে, এটা বুড়ো নয় বেশ জোয়ান ছোকরা, তারা ভাবলে হয়ত এর দ্বারা নিশ্চয়ই কোন কাজ হতে পারে। কোন রকমে যদি একটা ডিঙ্গি যোগাড় করতে পারে। সনাতন বললে—"ছোকরা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে দেখ, আমরা গোটা রাত ছুটোছুটি করে মরলাম, উনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছেন?" এই কথা বলামাত্র সেই ছোকরা তাড়াতাড়ি বসে বললে—"না দাদা আমি ঘুমুইনি।"

কালু হঠাৎ রাগের ভান দেখিয়ে বললে—"নাও ঘুমিয়ে, রাত্রিতে তোমাকে আমাদের কালীর কাছে নিয়ে যাবো। যা কষ্টে তোমায় যোগাড় করেছি।

সনাতন জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার নাম কি হে?"

ছোকরা তাদের কাছে এগিয়ে বললে—"নয়ন"।

সনাতন—"নয়ন", বাঃ! খাসা নাম তো। তোমাদের গাঁ এখান থেকে কতদূর?

নয়ন—এই উত্তরে ক্রোশ দুই তিন হবে। নদীর উপরই।

কালু—তোমাকে কোথা থেকে নিয়ে এল।

কালু—ওরা কার লোক জান? রামাই সর্দ্দারের দল। তোমরা কোথা থেকে আসছ ভাই?

সনাতন কি বলতে যাচ্ছিল—কালু তার বলবার আগেই বললে—‘ জানকী সর্দ্দারের।”

নয়ন তখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একবার সনাতন একবার কালুর দিকে চেয়ে বললে—রতনপুরের জানকী সর্দ্দার ! সত্যই তাহলে আমায় কালীর কাছে কাটবে, “ভগবান” বলেই নয়ন মাথায় হাত দিয়ে বসল—তারপর একটু পরে বললে—“আমি একটু জল খাব।”

কালু—বেশ, নদীতে খেয়ে এসো।

নয়ন—আমি একা যাব ?

কালু—বিরক্তি প্রকাশ করে বললে—“আমরা তোমার চাকর নাকি ? যে উনি জল খেতে যাবেন, আর সঙ্গে গিয়ে ওর খবরদারি করব। যাও যাও জল খেয়ে এসো। আমাদের অনেক কাজ আছে।

নয়ন—সেজন্য বলছি না। আমি যদি জল খেতে গিয়ে পালাই ?

সনাতন—আমাদের কাছ থেকে কেউ পালাতে পারে না। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নাই এখন, তোমাদের ঘরে গেলে নিশ্চয়ই খাবার জোগাড়টা ভালই হবে ; না ?

নয়ন—সত্যই আমাদের বাড়ী যাবে তোমরা ? তবে বলছিলে জানকী সর্দ্দারের লোক তোমরা ? আজ রাত্রিতে

কালীর কাছে বলি দেবে? আমাদের বাড়ী যাবে? চল

কালু—জল খাবে না?

নয়ন হেসে বললে—তোমরা কালীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে বললে কিনা, তাই গলাটা শুকিয়ে গেছলো: চল দাদা, আমার ওখানে, তোমরা যাবে কোথা?

কালু—সোনাদা, নয়নের ওখানেই আজ কি কাটান হবে?

নয়ন—"হাঁ, সোনাদা, একবার চলই না নয়নের ওখানে। তোমাদের যত্ন আমরা নিশ্চয় করতে পারবো"। কালুর সঙ্গে যুক্তি করে সনাতন নয়নের বাড়ী যেতে রাজি হল। নয়ন রণ-পায়ে হাঁটতে পারে না। সুতরাং তাদের পায়ে হেঁটেই যেতে হল। কালু কেবল বললে রাত্রি হলে তোমায় পিঠে বেঁধেই নিয়ে চলতাম। দিনে যেতে সাহস হয় না। শেষে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি ভেবে দেবে কেউ দফা শেষ করে, এই বলে তারা তিন জনেই বেরিয়ে পড়ল।

সনাতন নয়নকে জিজ্ঞাসা করলে নয়ন, তোমাদের গ্রামটা কত বড়?

নয়ন উত্তর করলে—গেলেই বুঝবে তা হাজার দেড় হাজার লোকের বাস ত' হবে। বড় হাটও বসে। নদী থেকে খুব কাছে সে জন্য প্রায়ই ছোট বড় নৌকা লেগেই আছে।

সনাতন—আচ্ছা আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এ কি নদীর ধার দিয়ে গেছে।

নয়ন—না, রাস্তা পূর্ব্ব দিকে গিয়ে উত্তরে বেঁকেছে নদী ত সোজা দক্ষিণে।

সনাতন—নয়ন! যে পথে সোজা তোমাদের গ্রামের ঘাটে যাওয়া যায় সেই পথে চ'ল।

নয়ন—কেন? আমাদের বাড়ীতে যাবে না!

সনাতন—নদীতে আমাদের একটু বিশেষ দরকার আছে। যদি চেনা লোকের নৌকা পাই।

নয়ন—এই কথা? খানিক ভেবে বললে—আচ্ছা চল ত আমাদের ওখানে, দেখি কি করতে পারি?

কালু—দিতে পারবে একখানা নৌকা? কি যে তোমায় বলবো তা খুঁজেই পাচ্ছি না ভাই!

নয়ন হেসে বললে—"খুঁজে আমরা কেউই কাউকে কিছু বলবার পাচ্ছিও না, পাবও না। তারপর হঠাৎ একটা সরু রাস্তার কাছে এসে বললে—আচ্ছা এসো ত এই পথে, দেখি একটা ডিঙ্গি বা পান্‌সী যোগাড় করতে পারি কিনা, যাবে?" এই বলে তারা সেই সরু পথ ধরে একটা ছোট্ট গ্রামের ধারে গিয়ে পড়'ল। কিন্তু গ্রামের মধ্যে না গিয়ে নয়ন চুপ করে দাঁড়াল।

সনাতন বললে—কি নয়ন, দাঁড়ালে যে অমন করে ?

নয়ন—চেনা গ্রাম বলে ত মনে হচ্ছে না।

কালু—অচেনা হলেই বা কি হয়েছে ?

নয়ন—"হঠাৎ কেমন ভয় হল, কে জানে", তারপর বললে, 'আমি একটা সন্দেহ করছি। না সে এখানে হবে কেন ?' তারা আরও খানিকটা এগিয়ে দূরে দুটো লোককে দেখতে পেয়েই নয়ন সনাতনের দিকে ফিরে বললে—"সোনাদা ঐ বাঁদিকের লোক দুটাকে দেখ'ছ ?"

কালু বললে, তাইতো এ যে কালকের মন্দিরের ডাকাত দুটো !

নয়ন ভয়ে অভিভূত হয়ে বললে—"সর্ব্বনাশ, এ যে রামাই ডাকাতের আড্ডা", তার পরেই তিনজনে পিছন ফিরে প্রাণপণে দৌড়তে আরম্ভ করলে। কালু আর নয়ন সামনে চলেছে, সনাতন পেছনে। একটা মোড় ঘুরতেই নয়ন পেছন থেকে শুনতে পেলে গম্ভীর স্বরে কে বলছে, "আমদের সারা রাত ছুটিয়েছ যাক আজ মায়ের কাছে জোড়া বলি দিয়ে কালকের রাত্রির মায়ের রাগ ঘোচাব। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—তুমি কে চাঁদ ?"

কালু ধীরভাবে বললে—"আমি তোমায় চিনি রামাই দা, জানকী সর্দ্দারের ছেলে কালু আমি।"

রামাই তার দু'তিন জন সঙ্গীর দিকে ফিরে বিকট হাস্য করে বললে—জানকী আবার সর্দ্দার ? সে তো এখন সাধু হয়েছে। তুইতো দারোয়ানী করিস। তারপর একটু ভেবে বললে, 'না', তোরই বাপের সাক্রেদ কিন্তু মায়ের রাগ হলে আমাদের নিস্তার নাই। তারপর যে ব্যবসা ছেড়েছে তার আবার খাতির কিসের ?

কালুর সঙ্গে চেনা আছে দেখে, নয়নের একটু আশা হয়েছিল বাঁচবার, কিন্তু এখন রামাইয়ের কথা শুনে সে একেবারে আধ মরা। ধপাস করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। রামাই বললে—দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস নটা ? বেঁধে ফেল—জানকী সর্দ্দারের ছেলেটা আছে লাঠি নিয়ে মিছি মিছি একটা হাঙ্গামা করে বসবে।" নটা প্রভৃতি ডাকাত তিনজন কালু ও নয়নকে বেঁধে ফেলে কাঁধে তুলে নিয়ে যাবার জন্য যেমনি এগিয়ে যাবে অমনি পাশের গাছ থেকে কে বলছে শুনতে পেলে "রামাই সর্দ্দার ওদের নিয়ে আর এক পা এগুলে তোমাদের সবাইকে মরতে হবে।" কালু আর নয়ন ফিরে দেখে সনাতন গাছের উপর দাঁড়িয়ে।

রামাই দাঁড়িয়ে যেখান থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকে দেখে—গাছের উপর পা দিয়ে একটা ছোঁড়া তাকে এই আদেশ করছে। সে এবারও হাসলে এবার বিকট হাসি তার মুখ

থেকে না বেরিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে—'নটা দাঁড়া" বলেই নটার হাত থেকে একটা ছোট্ট লাঠি নিয়ে বললে—"এবার আস্তে আস্তে নেমে এসো ত বাছাধন। মায়ের পূজো খুব ঘটা করেই হবে।" তারপর খুব জোর চীৎকার করে বললে "এই ছোঁড়া নেমে আয়, এই আড়ফাপড়া মেরে তোর তড়পানি ঐখানেই শেষ করব।"

সনাতন ধীরে ধীরে বললে—আমি নেমে যাবো তোমার কাছে, কিন্তু তুমি যদি দয়া করে আমার একটা কথা রাখো।

রামাই—বেশ বল্ তোর কি কথা ?

সনাতন—ঐ ছেলে দুটোর বাঁধন খুলে দাও।

রামাই—তারপর যদি ওরা পালায়—

সনাতন—বিদ্রুপ করে বললে—ও, তুমি তাহলে রামাই সর্দ্দার নও। নইলে দু'তিনটা ছোঁড়াকে এত ভয় ক'র !

এই কথায় রামাই অপ্রস্তুত হয়ে বললে—দেত নটা ছোঁড়া দুটোর বাঁধন খুলে। ছোকরার রসিকতাটা ক'দূর একটু দেখি ?

সনাতন—ওঃ! তোমার বেশ সাহস আছে দেখছি সর্দ্দার, তুমিও যার সাকরেদ আমিও তার কিছুদিন সাকরেদী করেছি কিনা। ভয় হলে সর্দ্দারের অপমান করা হবে। আচ্ছা এখন

আস্তে আস্তে সবাই লাঠিগুলো ছোঁড়া দুটোর হাতে দিয়ে দাও। আমিও গাছ থেকে নামতে আরম্ভ করি।

রামাই—"শুন্‌ছিস্ ছোঁড়ার আবদার "দেখ তবে মজা" বলে রামাই সর্দ্দার যেমনি হাতের লাঠিটা ছুড়ে মারতে যাবে সনাতনকে ; চোখের নিমিষে সনাতনের হাতের তীর সন্ সন্ করে এসে রামাইয়ের হাতের লাঠিটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে মাটিতে ছিটকে ফেলে দিলে। রামাই আর একটা লাঠি নিতে যাবার চেষ্টা করবার আগেই সনাতন বল্‌লে "লাঠির দিকে হাত বাড়িয়েছ তো, এবার হাতটা যাবে, আমি যা বলছি যদি শোন, তা তোমাদের কোন অনিষ্ট করবো না।" কিন্তু রামাই ডাকাতের সর্দ্দার—একটা ছোঁড়ার কথায় ভয় পাবার মানুষ নয়। চোখের ইঙ্গিত করে তার সঙ্গী ডাকাত তিনজনকে এক সঙ্গে কাপড়া ছুঁড়ে সনাতনকে মারতে বল্‌লে। সনাতন ইচ্ছা কর্‌লেই গাছ থেকে তাদের মেরে ফেল্‌তে পারতো তীর দিয়ে, কিন্তু প্রাণে মারা তার ইচ্ছা নয়। কোন রকমে কাজ সিদ্ধ করাই তার উদ্দেশ্য। রামাইও প্রাণের ভয় করে না, প্রাণের ভয় যারা করে তারা কি আর ডাকাতি করতে পারে। তবু রামাই ভেবে দেখলে সনাতন যে জায়গায় তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতে তার কথা না শুনলে প্রাণটা অযথা যাবে ; সুতরাং তার সঙ্গী ডাকাতদিকে লাঠি ফেলে দিতে বলে। একটা ভীষণ

জোরে কুক্ করে শব্দ করে উঠলো। সে শব্দে সমস্ত বন ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। এইরূপ শব্দের যে কি অর্থ কেউ না বুঝলেও কালু, ডাকাত সর্দ্দারের ছেলে সে বেশ বোঝে। সুতরাং বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি লাঠি কুড়িয়ে নিলে, নয়নের হাতে একটা দিয়ে বল্‌লে "আবার ছুটতে হবে। ও ওদের সঙ্গীদের গ্রাম থেকে ডাক্‌লে" এই কথা বলেই নয়ন আর কালু ছুটতে আরম্ভ করলে। কিন্তু বেশীদূর না যেতে যেতেই রামাই এর দল ভীষণ চীৎকার করতে করতে এসে পড়েই রামাইয়ের ইঙ্গিতে কালু আর নয়ন যেদিকে ছুটেছিল সেদিকে ছুটল। সনাতন গাছ থেকে এই ব্যাপার দেখে, গাছের মধ্যে মধ্যে ঠিক বানরের মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালু একা হলে তাকে ধরে কার সাধ্য; কিন্তু যত বিপদ নয়নকে নিয়ে, জমিদারের ছেলে, সে ত আর সাধারণ ডাকাতের মত ছুট্‌তে পারে না।

তারপর আবার দিন, এদিক ওদিকে লুকিয়ে যে কোথাও বিশ্রাম করবে তারও উপায় নাই। এদিকে রামাইয়ের দল ক্রমে কাছে এসে পড়ছে। হঠাৎ পেছনে চিৎকার শুনে দেখে তারা নয়নকে ধরে ফেলেছে; কালু প্রথমটা ভাবলে যে ওদের সঙ্গে লড়ে নয়নকে ছাড়িয়ে নেবে; তারপর আবার ভাবলে না; ওতে সুবিধা হবে না একদল আমায় আটকে রেখে বাকিগুলো

নয়নকে নিয়ে পালাবে। সনাতনের সঙ্গে যুক্তি করে যাই হোক করা যাবে। এই ভেবে বিশেষ সাবধানে তাদের পেছন পেছন যেতে লাগল, গ্রামের কাছে গিয়ে কালুর একেবারে মাথা ঘুরে গেল—কি সর্ব্বনাশ সনাতনকে কি করে এরা ধরল।" গ্রামের ভিতরে নিয়ে গিয়ে সনাতন আর নয়নকে একটা ঘরের মধ্যে বেঁধে ফেলে রাখলে। এবং রামাই চার পাঁচ জন ডাকাতকে ডেকে বললে—"খুব সাবধান থাকবি, জানকীর ছেলেটা আসে পাশে আছে যদি আবার জোড়া বলি নষ্ট হয় তোদেরই বলি দিয়ে মায়ের রাগ ঠাণ্ডা করবো।" এই বলে রামাই তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। কালু দিনের বেলায় এদের কোনরূপে উদ্ধার করবার উপায় না ভেবে পেয়ে, রাত্রির অপেক্ষায়, বনের মধ্যেই লুকিয়ে রইলো।

রামাইয়ের দলও তাকে খুঁজে বার করবার জন্য জঙ্গল তোল পাড় করতে লাগলো।

* * * *

কালু গাছের আড়াল থেকে সনাতন আর নয়ন যে ঘরটায় বাঁধা আছে দেখে গেছে, কিন্তু কোন সময়ের জন্যও ফাঁক পায় নাই, চার জন করে পাহারা ঠিক হাজির আছেই। হয়ত কালু একাই ঐ ডাকাত ৪টাকে শেষ করতে পারে, কিন্তু গোলমালে

দলের আরও ত' জুটে যাবে তখন সে একা কী করবে? ক্রমে ক্রমে রাত্রি এলো কালু অন্ধকারের সুবিধা নিয়ে ঘরটার অনেক নিকটে গেল, কিন্তু কোন সুবিধাই দেখতে পেলে না। এইত সবে মাত্র সন্ধ্যা, ঘুমও আসছে না কারও, তাছাড়া রামাই আজই দু' জনকেই কালীর কাছে বলি দেবে। সুতরাং কোন রকমে আজই ওদের উদ্ধার না করলে ভয়ানক বিপদ, গতদিনের ঘটনার পর থেকে, সবাই খুব হুঁসিয়ার হয়ে গেছে।

গাছের ডালে বসে কালু প্রায় প্রহর খানেক রাত কাটিয়ে দিলে। এমন সময় হঠাৎ একটা মশালের আলোর দিকে নজর পড়লো। দুটো ডাকাত মশালটা এনে, সনাতন আর নয়ন যে ঘরটায় বন্দি তার পাশে একটা ছোট কি গাছ ছিল তাতে বেঁধে রেখে গেল। মশালটা দেখে কালুর মনে হঠাৎ একটা মতলব এলো, তারপর সে অতি সন্তর্পণে গিয়ে, সামান্য খড় যোগাড় করে ঢেলার মত পাকিয়ে মশালের আগুনে সেটা ধরিয়ে নিয়ে, অন্ধকারে কেউ যেন না দেখতে পায়, সাবধানে খড়টাকে হাত ঢাকা দিয়ে, গ্রামের শেষের যে ঘরটা ছিল তার চালে খড়ের মধ্যে সেই আগুন ধরানো খড়ের ডেলাটা রেখে ফিরে এসে গাছে উঠে বসে রইল। তারপর বাতাস লেগে লেগে খড়টা ধীরে ধীরে জ্বলতে জ্বলতে চালের শুক্নো খড় ধূ ধূ করে জ্বলে উঠলো। বাতাসের জোর থাকায়

কেউ জানবার আগেই, গোটা ঘরটা জ্বলতে লেগে গেল। যে যেখানে ছিল সবাই ছুটল আগুন নেবাবার জন্যে। সনাতনের দিকে যারা পাহারা দিচ্ছিল, ঘরে আগুন ধরেছে দেখে, তারাও আগুন নেবাবার জন্য ছুট দিলে। এই অবসরে কালু গাছ থেকে নেমে সনাতন আর নয়নের বাঁধন খুলে দিলে। সবাই উৎফুল্ল হলেও কোন কথা না বলেই তিন জনে অন্যদিকে বনের অন্ধকারে একেবারে নদীর ধারে এসে পড়লো।

সনাতন হঠাৎ ঝোপের ধারে আঙুল দেখিয়ে বললে—"পান্‌সি"!

একটুও সময় নষ্ট না করে তিনজনে পান্‌সিটায় উঠে পড়ল। তারপর নয়নের নির্দ্দিষ্ট দিকে নৌকা চালিয়ে চললো।

এদিকে ডাকাতরা ঘরের আগুন নিবিয়েই ছুটে এলো তাদের বন্দীদের দেখবার জন্যে—কিন্তু এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে ছুটলো চারদিকে। সে সময় যদি কেউ বুদ্ধি করে নদীর দিকে আসতো, তাহলে অতি সহজেই আবার তাদের বন্দী করে ফেলতো।

*　　　*　　　*

আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই নয়ন বললে—"আর আমাদের কোন ভয় নাই চল দাঁড় টেনে একটু শীঘ্র যাওয়া যাক্।

কালু উত্তর করলে—আমি ভেবেছিলাম, রাত্রির অন্ধকারে তোমাদের গ্রাম বুঝি ছাড়িয়ে এসেছি।

নয়ন—রাত্রি আর কয়েক ঘণ্টা থাকলে তাই হ'ত। আর মাইল খানেক গেলেই আমাদের গ্রামের ঘাটে পৌঁছাব। সেখানে পৌঁছালে রামাই সর্দ্দার বা যে সর্দ্দারই হোক ভয় করি না।

দাঁড় টেনে তারা ঘাটের কাছাকাছি আসতেই ঘাটে চার পাঁচখানা বড় বড় ভড় নৌকা বাঁধা দেখতে পেলে। সনাতন বললে—কালু একটু আস্তে, ঘাটের নৌকা কটা যেমন চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে। তারা আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই সনাতন বললে—ঘাটে যেওনা ঐ ঝোপের পাশে নৌকা ধরতে হবে। ওটা নিশ্চয়ই দীনুদত্তের নৌকা।

নয়ন হালটা বাঁকিয়ে বললে—দীনুদত্তেরই নৌকা। সদাশিব লোক প্রত্যেক বৎসরই দুবার আসে কেনা বেচা করতে। আমাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে। ওকে ভয় করবার কি আছে?

সনাতন বললে—সে অনেক কথা—ঐ সদাশিব লোকটাকেই আমরা ভয় করি ভয়ানক। এখন কোনরকমে তোমাদের বাড়ীতে চল'ত। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার বেরুতে হবে আমাদের কাজে।

এই কথার মধ্যেই নৌকা ধারে লেগেছিল। ঝোপের সঙ্গে নৌকা বেঁধে তিনজনেই নদীর তীরে উঠে হাটের রাস্তা ধরে নয়নদের বাড়ীর দিকে চললো। কিন্তু হাটের কাছাকাছি হতেই দু' একজন লোক এসে নয়নকে প্রণাম করলো। দু' পাঁচজন পেছন যেতে আরম্ভ করলে। এই দেখে কালু সনাতনকে ধীরে ধীরে বললে—সোনাদা! নয়ন বোধ হয় এখানকার জমিদারের ছেলে টেলে।

সনাতন—"বোধ হচ্ছে তাই" বলে উত্তর দিলে।

নয়ন যখন তাদের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে তখন প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন তার পেছনে। তারা তাদের দেউড়িতে ঢুকতেই কেহ খোকাবাবু, কেহ বড়বাবু, কেহ বা নয়ন প্রভৃতি বলে গোলমাল করতে করতে এসে হাজির হল। নয়নের বাবা স্নান করতে গেছলেন—ভিজা কাপড়েই নয়নকে এসে জড়িয়ে ধরলে। দরজার পাশে মেয়েদের অস্থিরতার আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল—এমন সময় একজন ঝি এসে বললে—খোকা, মা, ঠাকুমা সবাই অস্থির হয়ে পড়েছে একবার ভিতরে চল।

নয়ন—যাচ্ছি বলেই তার বাবাকে বললে—বাবা! আমায় এরকম আদর করবার আগে আমার এই প্রাণদাতা বন্ধুদের আদর কর। এই দু'জন না উপস্থিত হলে রামাই সর্দ্দার বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠিয়ে দিত।

নয়নের বাবা বললে—কই তোদের বন্ধু।

নয়ন—কেন? আমার সঙ্গে ভেতরে আসে নাই—এইকথা বলেই গেটের বাইরে এসে দ্বারোয়ান্‌কে তার সঙ্গী দুটীর কথা জিজ্ঞাসা করে জানলে যে দীনুদত্ত ব্যাপারীর সঙ্গে একজন ছোক্‌রা এসেছিল সে ডাকতেই তার সঙ্গে ঐ ঘাটের দিকে গেছে। নয়ন ঘাটে গিয়ে দেখে, যে তিনজনে বসে কথা বলছে।

সনাতন নয়নকে দেখেই বললে—ভয় নাই ভাই, না খেয়ে তোমার এখান থেকে নড়ছি না। এটী একটী আমাদের দেশের বন্ধু। অনেকদিন পরে দেখা হল। কথাবার্ত্তা কইছিলাম

নয়ন বললে—উনিও চলুক আমাদের সঙ্গে—দীনু দত্তকে বলে দিচ্ছি আজ এবেলা যাবে না।

মতিন তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বললে—না বাবু, আজ আমি থাকতে পারবো না। যদি দয়া করে দুমুঠো আহার দেন আমার মনিবটিকেও দুমুঠো দিয়ে আটকাবেন। দেশের লোকের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলব।

সনাতন বললে—নয়ন ভাই। যদি তাতে তোমাদের কোন অসুবিধা না হয়'ত—

নয়ন—আচ্ছা, আচ্ছা, কালকের কথা কাল হবে। বাবা তোমাদের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চল'ত এখন, পরের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে।

সনাতন--কাল তাহলে সব ভাল করেই শুনবো মতি। চন্দ্রকে সংবাদটা দিস্ বুঝলি! বলেই চার জনে নিজের গন্তব্য পথে চলে গেল। মতি আর সনাতনকে দেখে মনে হল তারা দুজনেই বেশ খুসি হয়েছে।

বাড়ীতে ফিরে আসার পর সনাতন আর কালুকে সবাই খুব যত্ন আদর করতে আরম্ভ করলে। করবে না? একমাত্র ছেলে তাদের নয়ন, তাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছে।

*　　　*　　　*

পালিয়ে আসবার সময় সনাতনরা তাদের অস্ত্র শস্ত্রগুলো সবই বনে ফেলে এসেছিল। নয়নের ওখানে তার ব্যবস্থা অনায়াসেই হল। কামারকে দিয়ে তীর নয়নের বাবা তৈয়ার করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সন্ধ্যা হবার পর নয়নের বাবা সনাতন আর কালুকে কাছে ডেকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ, বাবা তোমরা এদিকে কোথায় চলেছ, ছোট খাট দু' তিনখানা অস্ত্র নিলে, তাছাড়া পঞ্চাশটা তীর নিচ্ছ কি এর কারণটা কিছু জানলে, হয়ত নয়নও তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারতো।

বাপের এই কথা শুনে নয়ন সোৎসাহে বললে—আমি বাবা সোনাদার সঙ্গে যাব।

সনাতন—একটু ভেবে উত্তর করলে—আপনি আমাদের বাপের তুল্য। কিন্তু আমরা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছি, তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে আপনাকে এইটুকু জানাতে পারি, যে আমরা খুব কঠিন কাজের ভার মাথায় নিয়ে চলেছি। যদি কোন রকমে কাজ উদ্ধার করতে পারি—এই দিক দিয়েই আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাব। নয়ত এ জীবনে আর আমাদের দেখতেই পাবেন না।

নয়নের বাবা—দেখ আমার কাছে দ্বিধা করবার কোন কারণ নাই। আমি দু'শো আড়াইশো খুব ভাল লাঠিয়াল তোমাদের দিতে পারি। তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে তারা একটুও ভাববে না। তার মধ্যে পঞ্চাশ জন ঘোড় সোয়ারও আছে।

কালু—আপনার এত লোকজন থাকতে নয়নবাবু রামাইয়ের হাতে পড়লো কেন?

নয়নের বাবা—"বাহাদুরি করে একাই বাবা আমার মাতুলালয় হতে ফিরছিলেন। পথে রামাইয়ের সঙ্গে দেখা। অনেকদিন থেকে গরীবের কুঁড়েতে আসবার তার ইচ্ছা। দেউড়ী পর্য্যন্ত এসে ফিরেও গেছেন অনেকবার। সুতরাং প্রতিশোধটা এমন সুবিধা পেয়ে আর কি করে ছাড়ে বল?" তারপর সনাতনের দিকে ফিরে বললে—তোমায় যেটা জিজ্ঞাসা করলাম—সেটা কি হবে তাহলে বাবা? এতে অমত করবারই বা কি আছে?

এ বিপদে তোমাদের একা ছাড়তে পারি না।

সনাতন—কিন্তু ঐ দুশো আড়াইশো লোক আমি কোথায় নিয়ে যাব। আমরা যে কোথায়, কতদূর যাব আমরাই জানি না। তবে দয়া করে যদি একটা ভাল ছোট ছিপ দেন, কিছু দূর ওটা কাজে আসতে পারে।

নয়নের বাবা—দেখ বাবা সনাতন, দয়া টয়ার কথা যদি মুখে আনবে, আমি কান মুলে দেব। নয়নও যা, তোমরাও আমার কাছে তাই। পাঁচ সাত খানা ছিপ্, চার পাঁচটা পান্সী আমার আছে। তোমাদের যেটা পছন্দ হবে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই নিয়ে যাবে। আমার লোক জনকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যা ইচ্ছা করবে, যাকে যা বলবে, আমার হুকুম বলে সবাই তা পালন করবে।

হঠাৎ কালু বলে উঠলো—"নয়ন বাবু"—

নয়ন—তুমি আমায় কেবল "বাবু বাবু" বল কেন? সবাইত নয়ন বলে ডাকে। 'বাবু' বললে আমি তোমাদের সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া করব।

নয়নের বাবা—এটা ঠিক কথাই বলেছ নয়ন—'বাবু' আমরা নই। আমি জমিদার বটে কিন্তু সুবিধা পেলে—থাক বাবা সে কথা না শোনাই ভাল। লাঠি, তলোয়ার, সড়কি, আমরাও চালাতে পারি বন্দুকও বিশ পঞ্চাশখানা আছে। তোমাদের

কি যে এমন বিপদ যদি একটু জানাতে ! জানাবেই না কেন ? তারপর একটু থেমে আবার বললেন—সনাতন, আমায় যদি না বল আমি তোমাদের কিছুতেই বিপদের মুখে ছেড়ে দোব না।

সনাতন—কিন্তু আমাদের ভিতরের কথা প্রকাশ করবার কোন উপায় নাই, আমরা তিনজনে এ কাজে মা কালীর মন্দিরে, মসজিদের ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। আমরা যতই বিপদে পড়ি, তিনজন ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য কেউ জানবে না।

কালু আবার বললে একটা কাজে ভয়ানক ভুল হয়েছে। নয়ন বোধ হয় বলেনি আপনায়, যে নৌকাটায় আমরা এখানে এসেছি, সেটা রামাই সর্দ্দারেরই নৌকা। এখানকার ঘাটে দেখলে, একটা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করবে।

নয়নের বাবা হো হো করে হেসে বললে—ভয় নাই বাবাজী ! সেটা এতক্ষণ আমার লোকেদের ভাত রান্না করবার জন্যে উননে প্রবেশ করছে।

এই কথা বলে নয়নের বাবা উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে যেতে যেতে বলে গেলেন, "মত আর পাল্‌টে লাভ নাই। বিপদের মুখে তোমাদের মত ছোট ছেলেদের আমি কিছুতেই একা একা যেতে দোব না। অন্ততঃ পক্ষে জনা পঞ্চাশেক যোয়ান সঙ্গে নিয়ে

যাও।" নয়নের বাবা চলে যাবার পরই সনাতন বললে – কালু ভায়া, নয়নের বাবার উপদেশ মেনে চলা অসম্ভব হবে।

কালু—কিন্তু সোনাদা, নয়নের বাবা মত যে পালটাবে এ ত' মনে হয় না।

সনাতন- তাহলে, ওঁর অমতেই এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। দরকার হয়ত ঐ পানসী বা একটা ছিপ নোব। শুনলি ত', বললেন আমরা বললে কেউ অমত করবে না।

কালু তুমি যা বোঝ করবে। আমার ত' তোমার হুকুম তামিল করাই—বাবার আদেশ। তবে রামাইয়ের গ্রামে যা যা, ফেলে এসেছি সেই জিনিস কটার ব্যবস্থা করে নাও, তারপর—।'

এমন সময় নয়ন এসে পড়তেই তারা এমন ভাবে চুপ করলে যে নয়নের সন্দেহ হয়ে গেল, সে একটু দাঁড়িয়েই বল্‌লে "আমি এখন তাহ'লে বাইরেই যাই, কিন্তু আমায় বিশ্বাস করতে পারতে। আমি তোমাদের অনিষ্ট করবো শেষে এই ধারণা হ'ল" বলেই দুঃখিত মনে বাইরে যাচ্ছিল সনাতন উঠে গিয়ে নয়নের হাত ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে বল্‌লে—"কি করি ভাই কথাটা তোমার বাবার বিরুদ্ধেই।"

নয়ন—বাবার বিরুদ্ধে ? তোমার কথা ত' ভাল বুঝতে পারছি না।

সনাতন—তোমার বাবা বলে গেলেন, লোক না নিয়ে এস্থান হ'তে যেতে দেবেন না, অথচ আমি জানি লোকজন নিয়ে গেলে

আমরা যে রহস্যময় কাজের ভার মাথায় নিয়ে চলেছি, লোকজন দেখলেই আমাদের শত্রুরা সাবধান হ'বে। আমাদের আশা আর সফল হবে না।

নয়ন—কিন্তু তোমরা দু'জনে কি ক'রে পারবে?

সনাতন—আর এক জন রাস্তায় এগিয়ে গেছে।

নয়ন—শত্রু ক'জন জান?

সনাতন—পঞ্চাশ জনও হতে পারে বা পাঁচশতও হতে পারে।

নয়ন—সর্ব্বনাশ, তা'হলে বাবা ত' ভাল কথাই বলেছেন।

সনাতন—কিন্তু তুমি কি করে একথা বলছ নয়ন, রামাই সর্দ্দারের গোটা গ্রামের সঙ্গে একা কালু লড়াই করেই ত' আমাদের উদ্ধার করলে, তোমার ত' বোঝা উচিৎ আমরা পারবো কিনা?

নয়ন—আমায় সঙ্গে কিন্তু নিতে হ'বে।

কালু—তুমি কি পারবে, কষ্ট সহ্য করতে, হয়ত কোনদিন খাওয়া জুটবে. কোনদিন জুটবেই না, ঘুম্ দু'এক রাত্রি নাও হতে পারে।

নয়ন—তার জন্যে তোমাদের কিছুই ভাবতে হবে না। সেদিন ডাকাতের হাতে পড়ে একটু ঘাবড়ে গেছলাম বলে ভেবেছ বোধ হয়। সে তোমাদের মিথ্যা ধারণা সোনাদা। আমি

দেখছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। কালু যখন আমায় পিঠে বেঁধে ছুটচে তখন ভাবচি এবার আবার কাদের হাতে পড়লাম! চোরের উপর বাটপাড়ি করে? কিন্তু তার আগে ক'টিকে ঘাল করেছি রামাইকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে, পিস্তল দিয়ে ক'টাকে যখম করে—।

কালু—তুমি পিস্তল ছুঁড়তে পার?

নয়ন—নিশ্চয়ই। আমরা জমিদার! ডাকাতিও সময় সময় করি, এবং জোর করে পাশের জমিদারের দু'শ একশ বিঘা সুবিধা পেলে দখলও করে আসি।

সনাতন—বুঝলাম তুমি সাহসী ওস্তাদও. কিন্তু তোমার বাবা ছাড়বেন কেন? দেখছ ত' তিনি আমাদেরই একা ছাড়তে চাচ্ছেন না।

নয়ন—কি করে আমি তোমাদের সঙ্গে একাই যেতে পারবো, সেটা তুমি স্থির করবে।

সনাতন—কিন্তু দেউড়ী পার হওয়া যাবে কি করে? তিন চারটি যমদূত বসিয়ে রেখেছেন।

নয়ন—আমাদের ওরা আবার কি আটকাবে, তবে মাল পত্র কিছু দেখলে জিজ্ঞাসা নিশ্চই করবে, দেউড়ী পার করবায় ভার আমি নিচ্ছি।

কালু—তা'হলে আমাদের যা যা দরকারি সেগুলো যোগাড় করতে হয়।

নয়ন—তাতে তো আর বাবা কিছু বলবেন না!

সনাতনের কথামত তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রায় সবই যোগাড় হয়ে গেছে। এদিকে নয়নের বাবাও ৫০।৬০ জন বেশ বাছা বাছা লোকও ঠিক করে ফেলেছেন। সংগে যাবার জন্য। সবচেয়ে দ্রুতগামী ছিপ সেটাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে, সনাতন বললেই ছেড়ে যাবে।

*    *    *

সারাদিন কাজ কর্ম্মের পর রাত্রিতে প্রায় সবাই ঘুমোবার চেষ্টা করছে, এই ফাঁকে মতি চন্দ্রের বাঁধনের দড়িটা কেটে দিলে এবং ফিস ফিস করে বল্‌লে, এখানকার হাটে দুই তিন দিন কেনা বেচা করবার সময় কালুর সংগে হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেছে। এই গ্রামের জমীদার বাড়ীতে তারা আছে—মস্ত বাড়ী আধ মাইলটাক—সোনাদাকে সমস্ত জানিয়ে যুক্তি করে কাজ করবি। সামান্য একটু রাত হতেই চন্দ্র তার যায়গা ছেড়ে আস্তে আস্তে বাহিরে বেরিয়ে পড়ল। নৌকার খোলের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলে—প্রায় সবাই ঘুমিয়েছে, কেবল দু' এক জন শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। চন্দ্র ধীরে ধীরে বস্তার পাশ দিয়ে দিয়ে যেখানে নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নামবার তক্তা লাগান থাকে, সেইখানে এলো। রাত্রি বলে' তক্তাটা লাগান নাই। সেটা পাশেই তোলা আছে দেখ্‌ল। অনেক নীচে জল

দেখে চন্দ্র সেটাকে তুলে নি'ল ; শব্দ না হয় এমন ভাবে জলে নামিয়ে দিলে। তারপর সেটা ধরে যেমনি নাগতে যাবে, গেল তক্তাটা ঘুরে, আর চন্দ্র জলের উপর ঝপ করে পড়ে গেল। ওরই মধ্যে দু'একজন মাঝি যারা ঘুমোয়নি তাদের মধ্য থেকে একজন বললে "কে রে" কিন্তু সাড়া কিছুই না পেয়ে একজন বললে ও কিছু নয়, কিন্তু আর একজন ওরই মধ্যে যার কেমন সন্দেহ হল, শব্দ যেদিক হতে এসেছে সেই দিকে এসে দেখে তক্তাটা নামান, সে চীৎকার আরম্ভ করে দিল। তার চীৎকারে প্রায় সমস্ত মাঝি সেখানে এসে উপস্থিত হল, এই গোলমাল শুনে জনার্দ্দন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে "কি হয়েছে ?"

একজন মাঝি যে প্রথম 'ঝপ' শব্দ শুনেছিল, এগিয়ে এসে বললে "নৌকার উপর থেকে কে জলে তক্তা নামিয়েছে।"

এই গোলমালে জনার্দ্দনও এসে গেছে। সে বললে—"দেখ ভাল করে কিছু চুরি গেল নাকি ; কেউ পালাতেও পারে। দেখ একবার খুঁজে।"

চন্দ্র যেখানটায় নদীর জলে পড়ে, সেখানটায় নদীর জল কম ছিল, পাছে ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হলে নৌকার লোক বুঝতে পারে এই জন্য নৌকার তলার দিকে সরে গিয়ে হলের পাশে বসে ছিল। ইচ্ছা মাঝিগুলো অন্যমনস্ক হলে তীরের দিকে উঠে যাবে। একটু পরেই মতিকে বলতে শুনলে চাঁদা ছোঁড়া পালিয়েছে।

জনার্দ্দন রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করলে "দড়ি তার খুলে দিলে কে ?"

মতি উত্তর দিলে—দড়ি ত খোলা নয় কাটা, ঘসে ঘসে কাটলে যেমন হয় ঠিক তেমনি ?

জনার্দ্দন—ছোঁড়াটা হুঁসিয়ার বটে এক কাজ কর ভাল করে ছোট নৌকা নিয়ে একবার দেখ। তারপর একটু ভেবে বল্‌লে, নাঃ এতক্ষণ কি আর সে জলে বসে থাকবে ? আজ এখনই নৌকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছোঁড়াটাকে আমার সোজা বলে মনে হয় না, হয়ত একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে বসবে ?

মতি বল্‌লে—কিন্তু জমিদার বাড়ীতে কাল মাল নিয়ে যাবার কথা।

জনার্দ্দন—মতিন তুই ছেলে মানুষ। আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। আমরা এত গুলো লোকের ভেতর থেকে ছোঁড়াটা পালাল। নৌকা আর কোথাও থামবে না একেবারে বাঘের নালার মুখে। দেরী কোর না, সকাল হবার আগেই অন্ততঃ ৫।৭ মাইলচলে যেতে হ'বে।

এই কথার পরই মাঝিদের নৌকা ছাড়বার ব্যস্ততা পড়ে গেল। মতি প্রত্যেক নৌকারই চারিদিকে ধারের দিকে ঝুলে পড়ে কেউ না শুনতে পায় অথচ জোরে "বাঘের নালা" এই কথাটি বলতে লাগল। উদ্দেশ্য চন্দ্র যদি লুকিয়েটুকিয়ে

থাকে কোনও যায়গায়, তারা যাচ্ছে কোথায় জানবে। মতির এ পরিশ্রমের ফল হল, কারণ তখনও চন্দ্র নৌকার হালটা ধরে বসে ছিল। তারপর যখন বুঝলে যে সবাই নৌকা ছাড়বার জন্যই ব্যস্ত তখন ধীরে ধীরে হালটা ছেড়ে দিয়ে একটা ডুবে ডাঙ্গার দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় উঠলো। "কুক" দিয়ে জানিয়ে দিলে যে সে নিরাপদে তীরে গেছে। মতি তখন পাল তুলবার জন্য ব্যস্ত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নৌকা চারখানা পাল তুলে চললো বাঘের নালার দিকে। এদিকে চন্দ্র নদীর তীরে যে হাট ছিল, তার একটা চালায় রাত্রিটা কাটিয়ে, সকাল হতেই জমিদার বাড়ীতে হাজির হয়ে সনাতনকে সব কথা জানালে।

* * *

সনাতন, চন্দ্র ও কালু তিনজনেই এখন যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কালুর কাছে এদের উদ্দেশ্য এখন অনেক জানা। নয়নের সাহায্য যে বিশেষ দরকারি এ ধারণাও সবার হয়েছে। খানিক পরে নয়ন এসে বললে—"যা কিছু সঙ্গে নেবার সবই দিয়েছি পাঠিয়ে নৌকায়; কিন্তু ভাই বাবার সন্দেহ হয়েছে—একা আমরা পাছে পালাই। দেউড়ীর দারোয়ান দুটোকে ডেকে বলে দিয়েছেন, আমাদের চারজনের একজনও যেন কোন

জিনিষপত্র নিয়ে বাইরে যেতে না পারে। কাল সকালে লোকজন নিয়ে ছিপ বোঝাই করে যাত্রা করবে।

সনাতন—কিন্তু ভাই আমি ত' আগেই বলেছি, বেশী লোকজন নিয়ে গেলে আমাদের সব কাজ পণ্ড হবে।

নয়ন—তোমাদের কথায় আমি ত' বুঝছি সব, কিন্তু বাবা ত' একা আমাদের ছাড়তে চান না।

কালু—বেশ, তোমার যাবার কোন দরকারই নাই। তোমার জন্যই তাঁর ভাবনা।

নয়ন—নাঃ, তোমাদেরও জন্য ভাবনা তাঁর কম নয়। তারপর আবার মা বলেছেন আমাদের একা না ছাড়তে। বাবা যা ধরবেন একবার, সে মত বদলাবার কারও সাধ্য নাই।

চন্দ্র—সোনাদা, এক কাজ করা যাক্ না, ওঁর বাবাকে সব বুঝিয়ে বলে—

সনাতন—সে সব দেখা হয়ে গেছে চন্দ্র। এদিকে আমাদের যত দেরী হচ্ছে ততই দীননাথের নৌকা এগিয়ে চলেছে।

নয়ন—সেজন্য আমি ভাবছি না। ছিপ, বড় ভড়ের তিন দিনের পথ একদিনে যাবে—মনে কর বাঘের নালার কাছে গিয়ে তারা এমন যায়গায় ভড় ক'খানা রাখলে আমরা জানতেও পারলাম না। যদি তাদের সন্দেহ হয় তারাও বাঘের নালার কাছে নেমে, ভড়গুলো আরও পাঁচ সাত

মাইল কি কুড়ি পঁচিশ মাইল এগিয়ে নিয়ে গিয়েও বাঁধতে পারে, যাতে তাদের শত্রুরা আসল যায়গা স্থির ক'রতে না পারে।

কালু—সেইজন্যই আমরা যত শীঘ্র বেরুতে পারি, ততই সুবিধা। দূর থেকে তাদের কাজ সবই লক্ষ করতে পারবো। আমরা কেউ আবার ডাঙ্গাতেও যেতে পারি?

নয়ন বললে— তবে চল সোনাদা, আর একবার দেখা যাক্ চেষ্টা করে, বাবার মত পালটাতে পারা যায় কিনা।

কালু—কিন্তু তোমার বাবার মত পরিবর্ত্তন করা আমাদের কারও সাধ্য হবে বলে মনেই হয় না।

সনাতন—আমারও সাধ্য নয়। আর কারও যে সাধ্য হবে এমন ত' মনেই হয় না।

চন্দ্র—চল একবার দেখা যাক্ চেষ্টা করে, যদি পারা যায় তার মত পরিবর্ত্তন করতে।

নয়ন—বেশ তাই চল যদি পারাই যায়।

কিন্তু তাদের যাবার আর দরকার হল না—নয়নের বাবা এক বুড়ো লোক নিয়ে সেই ঘরে এসেই বললেন—"সোনা, পালাবার চেষ্টা ক'রো না। জানি তোমাদের রক্তের জোর আছে। মরবার ভয়ও কর না কিন্তু এটা জানবে বুড়োদের বুদ্ধিও দরকার কি বল লক্ষ্মীনারান।

বুড়ো লক্ষ্মীনারান মাথা নেড়ে বললে—হুজুরের কথা কি

বেঠিক হয়। এখন আমার ডাক কেন?

নয়নের বাবা—ডাকটা আমার বটে! এ ছেলেরা একটা কিসের খোঁজে বেরিয়েছে। আমায় তা বলবে না, তুমি যদি পারো ওদের কিছু পথ ঘাটের হদিস্ বাতলে দাও, সঙ্গে কি পারো যেতে?

বুড়ো লক্ষ্মীনারানের কিছু উত্তর দেবার আগেই সনাতন বলে—জেঠা! আমারা কাউকে সঙ্গে চাই না।

নয়নের বাবা—সেটা পরে ভাববে—এর কাছে তোমাদের যা দরকার জিজ্ঞাসা করে নাও।

চন্দ্র—বাঘের নালাটা কোথা বলতে পারো?

লক্ষ্মীনারান একটু চিন্তা করে বললে—"বাঘের নালার নামটা তোমরা জানলে কি করে?" এ নাম জানি এক আমি, আর জানে জনার্দ্দন সর্দ্দার।

নয়নের বাবা বললেন—তোমাদিকে জায়গার হদিস্ যদি না দেয় কি করবে। শুনলে তো দু'জন ছাড়া তার নাম কেউ জানেনা।

সনাতন ঈষৎ হেসে উত্তর করলে—হাজারিবাগের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই নালা গেছে—সারা জঙ্গল খুঁজেও কি এ নালা পাবো না। তাছাড়া, দীননাথ দত্তের নৌকা সেখানে থাকবে।

নয়নের বাবা বিস্মিত ভাবে বল্‌লে—দীননাথ দত্তের নৌকা এ' ঘাটেই বাঁধা আছে। আর দীননাথ দত্ত আজ বৈকালে কাপড় নিয়ে এখানে আসবে।

চন্দ্র বল্‌লে—তার নৌকা কাল দুপুর রাত্রে ছেড়ে চলে গেছে। আমায় নৌকায় আটকে রেখেছিল। আমি পালাতেই তারাও পালিয়েছে।

নয়নের বাবা উত্তর করলেন—তাই তো, তোমাদের কথা আমার কাছে জটিল হ'য়ে উঠছে। তোমাদের দৃঢ়তায় আমি খুশী—কিন্তু একা তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি না।

কালু বললে—তবে নয়ন থাক?

নয়নের বাবা খুব উচ্চস্বরে হেঁসে বল্‌লেন—নয়নের জন্য যত না ভাবছি তার বেশী ভাবছি তোমাদের জন্য। এতবড় দুঃসাহসী তোমরা যে বিপদকে বিপদ বলে না ভেবেই এগিয়ে যাবে তখন কি হ'বে? আচ্ছা লক্ষ্মীনারান তুমি কি ব'ল?

লক্ষ্মীনাবান—বাধা দিয়ে ওদের উদ্যম নষ্ট করা ঠিক হ'বে না। ওরা এগিয়ে যাক আর ওদের পেছনে ছিপ নিয়ে আমরা এগুই।

সনাতন—একান্তই যদি একা না ছাড়েন তাই হ'বে কিন্তু খুব দূরে থাকতে হবে। আর জঙ্গলের মধ্যে আমাদের পেছন নিতে পারবেন না।

নয়নের বাবা বল্‌লেন—বেশ তাই হ'বে। তোমাদের ছিপের মাঝিরা যতক্ষণ না আমাদের সংবাদ দেয় ততক্ষণ আমরা তোমাদের ঠিক পেছনে পেছনে জঙ্গলে ঢুকবো না। কিন্তু এক সপ্তার মধ্যে না ফিরলেই আমরা তোমাদের খোঁজে যাবো।

সনাতন বল্‌লে—তাহলে আমরা আজই সন্ধ্যায় রওনা হবো ?

লক্ষ্মীনারান—কাল সকালে যাত্রা করলেই চল্‌বে। বাঘের নালার নিকটে যেতে বড় বড় নৌকার তিন দিনের মধ্যে নয়। আর ছিপে একদিনই যথেষ্ট।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হোল, সকালেই ছিপ রওনা হ'বে।

* * *

সনাতনদের ছিপ—অনেক দূর থেকে দীননাথের নৌকাগুলোকে লক্ষ্য করে চলেছে। আজ সনাতনদের যাত্রার চতুর্থদিন। একটু বেলা হয়েছে। রোদও বেশ উঠেছে। নদীর ধারেই বড় বড় গাছ—তাতে নানা রঙের পাখী বসে আছে। বিচিত্র তাদের চেহারা, বিচিত্র তাদের ডাক। সনাতনের দল এই দেখতে দেখতে চলেছে। এবং এক একজন করে ছিপের ছইয়ের উপর চড়ে দীননাথের নৌকায় নজর রাখছে।

এমন সময় একজন মাঝি বললে যে মাইল খানেকের মধ্যেই বাঘের নালা এসে পড়বে। তারা এখন কি করবে?
সনাতন বললে, সামনের নৌকা দাঁড়ালেই আমরা দাঁড়াব। নৌকা থেকে কেউ নামে কিনা লক্ষ রাখতে হবে। নালার মধ্যে নৌকা গেলে আমরাও ছিপ নিয়ে এগুবো।

মাঝি—নালার মধ্যে ছিপই যাবে না, আর নৌকা!

সনাতন—চল এগিয়ে, দেখা যাক কি করা যায় শেষ পর্য্যন্ত।

নালার মুখের একটু দূরে সনাতনরা তীরে নেমে, নালার ধারে এসে দেখলে যে, সে নালা দিয়ে ছিপ যেতে পারবে না। নালার মুখেই কুমীর দু'চারটা ভেসে বেড়াচ্ছে, জলের ধারে বাঘের ও বন শূকরের পায়ের দাগও পড়ে আছে। নয়ন এ সমস্ত দেখে বললে এখানে সন্ধ্যার দিকে বাঘ ভালুক প্রায় দল বেঁধেই জল খেতে আসে। ছিপে ছাড়া থাকাই যাবে না! সনাতন একটু হেসে উত্তর করলে "আমরা ত' ভাই ছিপে বসে থাকতে আসিনি, আমাদের আর এক বন্ধু এইখানে আসতে বলেছে. বনের ভিতর দিয়ে যে অনেক লোকজন গেছে তারও ত' এই গোলমালের শব্দে বোঝা গেল। আমাদের বনের ভেতরে এগুতেই হ'বে।

চন্দ্র বললে—নয়নের ছিপেই অপেক্ষা করা উচিত।

নয়ন ধীরে ধীরে বল্‌লে—"ছিপে থাকবো বলে তো আসিনি, তোমরা কোথায় যাও কি কর, আমি প্রাণ দিয়েও তোমাদের একজন হবো ব'লে সঙ্গে এসেছি—বাঘের কথা বলেছি বলে যে ভয় পেয়েছি তা মনে ক'রো না।"

ওদের এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল এমন সময় কালুর ডাক শুনে সবাই ফিরে দেখে যে সে হাতের লাঠিটা নিয়ে জলের ধার থেকে একটা কি টেনে আনবার চেষ্টা করছে. আর দুটো কুমীর জল হতে কালুর দিকে এগিয়ে আসছে। সবাই মিলে সেখানে গিয়ে কুমীর গুলোকে তাড়াবার জন্য হৈ হৈ করে চীৎকার করতে আরম্ভ করল, তারা সে সব গ্রাহ্যই না করে ঠিক পূর্বের মতই এগিয়ে আসতে লাগলো, কিন্তু কালু লাঠি দিয়ে একটা ভাঙ্গা তক্তাকে স্রোতের টানে ভেসে যাতে না যায় তার জন্য আটকে রেখেছে—তার উপর কয়লা দিয়ে যেন কি লেখা আছে। মতিন যে এটায় কিছু লিখে ফেলে গেছে সবারই এই ধারণা একবারে সবার বদ্ধমূল হয়েছে। এখন মুস্কিল জলে নামলেই কুমীর ধরবেই একজন না একজনকে, আবার তক্তাটায় কি লেখা আছে সেটা জানাও ভীষণ দরকার। এমন সময় নয়ন দলের মধ্যে থেকে দৌড় দিলে ছিপের দিকে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে পিস্তল দু'খানা এনে দুম্ দুম্ করে কুমীরের সামনে হাওয়াজ করতেই তারা জলে লুকিয়ে প'ড়লো।
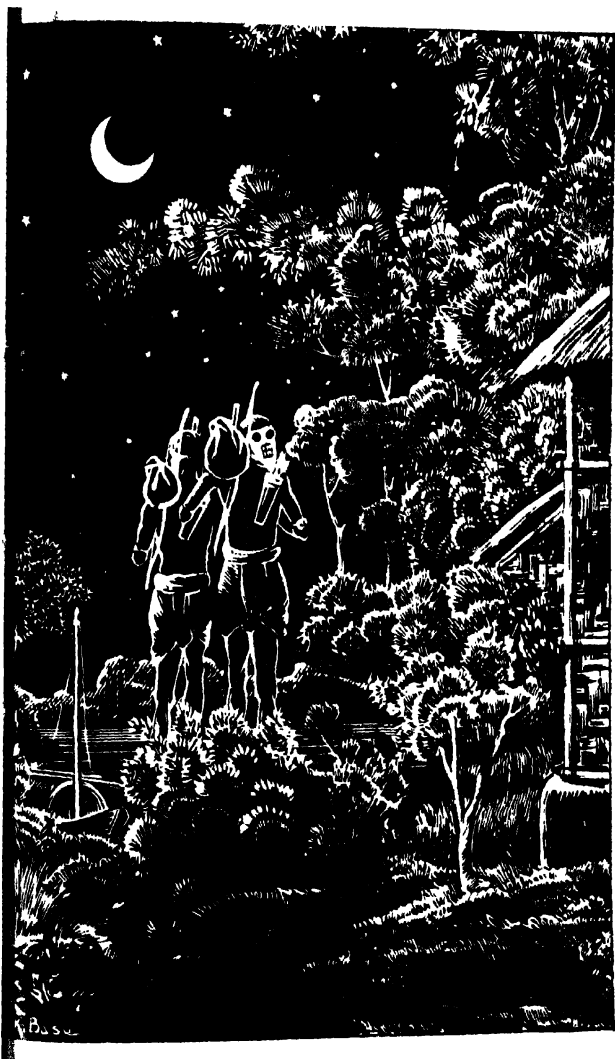
নিয়ে নদীর নৌকা ঘাটে সেইদিকে তারা চলতে লাগলো।" "পৃঃ ৮৬

ভয়ে। এই ফাঁকে কালু তক্তাখানা তুলে নিলে। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে নালার এদিক ওদিক থেকে পনেরো কুড়িটা মানুষ খেকো কুমীর জলে লাফিয়ে পড়ে জল তোলপাড় করে তুল্লো। কিন্তু ডাঙ্গার উপরে জঙ্গল গুলোও ভয়ানক নড়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দু'পাঁচ রকম জন্তুর ছোটাছুটির শব্দ শোনা গেল। তক্তাটা নিয়ে তারা সেটা প'ড়লে—মতিন তাতে লিখেছে—"সোনাদা, কাঠের ভেলায় যাচ্ছি, এই নালা দিয়েই। দেখা হ'লে—সব জানাবো।"

সনাতন গম্ভীর ভাবে বল্লে—যাক্! এই নালা ধরেই আমাদের এগুতে হবে। নয়ন আবার বললে—"কিন্তু আমরা মাত্র চার জনে এই মানুষ খেকো জানোয়ারদের ভিতর দিয়ে এগুতে পার্ব্বো? হয়ত রাস্তাতেই আমাদের খেয়ে শেষ করবে। সনাতন দৃঢ়ভাবে উত্তর করলে "হয়ত খেয়ে ফেলবে—"

চন্দ্র—আমরা এত চেষ্টা করেও আমাদের—

সনাতন—না চন্দ্র আমরা চেষ্টা এখনও করিনি, বেশ আরামে আরামে এতদূর এসেছি। চেষ্টার যা কিছু এইবার আরম্ভ হবে। ভয় পেয়ে থাকিস—নয়নের সঙ্গে ছিপে থাক—নয় বাড়ী ফিরে যা আমি তো ফিরতে পারব না।—কার কাছে যাবো, আমার মা—তারপর—

সনাতন একটু থেমেই দৃঢ়স্বরে বললে—প্রতিজ্ঞা করেছিস কি তা মনে আছে ? মণিন এগিয়ে গেছে !—কাল সকালে আমরা যাত্রা করবোই—আজকের দিনটা ছিপেই কাটিয়ে দি।

নয়ন সনাতনের কাছে গিয়ে বললে—"সোনাদা তোমার কি দুঃখ যদি বলো আমি মনে যে কত বল পেতাম।"

সনাতন নয়নের হাত ধরে বল্‌লে—ভাই ! আমাদের সাহায্য করতে পারো, কিন্তু কোন উত্তর যদি চাও তোমার বাড়ীর দিকে ফেরাই ভাল। তোমার মা বাপ ভাই বোন কত কে আছে—তোমার ভাই এমন বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া মোটেই ভাল নয়।

নয়ন দুঃখিত স্বরে বল্‌লে আমায় ক্ষমা কর ভাই, আর কোন উত্তর তোমার কাছে চাইব না।

রাত্রিটা ছিপে কোন রকমে কাটিয়ে ভোর না হ'তে হ'তেই জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেলার জন্য কাঠ যোগাড় হ'ল। ভেলা তৈয়ারী ক'রে, তাতে সনাতনদের অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে নিলে। চাল ডাল চিঁড়ে প্রভৃতি ছিপ থেকে কিছু নেওয়াও হো'লো।

ওরা ছিপে চড়ে বেরুবে এমন সময় ছিপের চার জন মাঝি এসে ভেলায় উঠলো।

সোনা বললে—তোমাদের এখানে কে আসতে বললে ? তোমরা ছিপেই অপেক্ষা ক'র। সাত দিনের মধ্যে যদি না

ফিরতে পারি তোমরা নয়নের বাবাকে সংবাদ দিও। তিনি যা ভাল বোঝেন ক'রবেন। কিন্তু মাঝি পাঁচজনা বললে—তোমাদের কাছ ছাড়া হবার তো আমাদের হুকুম নেই। আমরা এই চার জন তোমাদের সংগে যাবোই। বাকী ক'জন ছিপে অপেক্ষা করবে এই হোল কর্তার হুকুম।

সুতরাং মাঝি · চারজনকে নিয়েই সনাতনদের ভেলা বাঘের নালা দিয়ে এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে। তারা যতই এগিয়ে চলতে লাগলো তারা বুঝতে পারলে জঙ্গলের দুই ধার দিয়ে ঝোপের মধ্য থেকে বন্য হরিণ প্রভৃতি জন্তু ছুটে ছুটে যাচ্ছে। কেউ কেউ একবার মুখ বাড়িয়ে দেখছিল। তার মধ্যে বাঘগুলোর মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তাদের জিভে জল আসছে। এমন সুন্দর আহারগুলিকে নাগালের বাইরে দিয়ে যেতে দেখে।

নালাটা যতক্ষণ চওড়া ছিল ততক্ষণ সনাতনেরা বেশ নিরাপদেই চলেছিল, কিন্তু নালাটা সরুও যত হতে লাগলো। বনও তত গভীর হয়ে নালার উপর ঝুঁকে পড়ছে দেখা গেল। মানুষখেকোর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সবাই অস্ত্র নিয়ে তৈয়ারী হয়েই রইল। লোভ সামলাতে না পেরে যদি বাঘা মামা একবার ভেলার উপর লাফ দেয় তাহলে তাদের অবস্থা কী ভীষণ হবে তার ঠিক নাই—আবার স্রোতের বিপরীত

দিকে তাড়াতাড়ি যাওয়াও যায় না। যতই এগিয়ে যাচ্ছিল ততই যেন এই দিনের বেলাতেই রাত্রির মত মনে হচ্ছিল—

হঠাৎ নয়ন চেঁচিয়ে উঠে—সামনের গাছের একটা সাপ কেমন করে একটা ডাল ধরে নালার মাঝখানে ঝুলে পড়েছে দেখালে। সবাই মিলে চীৎকার করেও তাকে সরাতে পারলে না—নয়ন তার পিস্তল নিয়ে তাকে লক্ষ করতেই সনাতন গুলি খরচ কর্ত্তে নিষেধ করলে—তারপর নিজের তীর ধনুকটা নিয়ে সাপটার মাথাতে তীর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। সাপটা যন্ত্রনায় ছটফট করে জলের উপর পড়তেই, কুমীরগুলো ছুটে এসে সাপটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে।

সামনেই কুমীরগুলো সাপটাকে নিয়ে জল গোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছে। ভেলা নিয়ে এগুবার কোন উপায় নেই। যাই হো'ক অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সাপটা ছিঁড়ে আধাআধি হতেই টুকরো দু'টোর সদ্ব্যবহার করে কুমীর দুটো জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভেলাও এগিয়ে চল্‌লো

চন্দ্র বললে—সোনাদা—রাত্রে তো এগুতে পারা যাবে না, একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলে হোতো না ?

নয়ন—ডাঙ্গায় থাকার চেয়ে ভেলায় থাকা অনেক নিরাপদ

সনাতন—কিন্তু ভেলা ঠেলে ধরে থাকতে হবে সারারাত নইলে ভেসে গিয়ে ভেলা আবার সেই নদীর মুখে পৌঁছাবে।

—ভেলাটাকে ডাঙ্গায় লাগিয়ে, বেশ বড় রকম গাছের উপর আশ্রয় নিতে হবে।

চন্দ্র কিন্তু গাছে গাছে যেমন লাগালাগি, কখন কোন গাছ দিয়ে উঠে, কে ঘাড় মটকাবে তা' কে জানে!

সনাতন বললে "একটু ফাঁকা যায়গা পেলেই বড় গাছটাছ দেখে তার উপর আশ্রয় নিয়ে আজকার রাতটা কাটান যাবে।" আরও খানিক এগুবার পর এলো ঝোপ জঙ্গলহীন প্রকাণ্ড মাঠ। এর এখানে সেখানে যেরূপ বড় বড় গাছ আছে তাতে অনায়াসেই রাত কাটান যায়। ভয়ও কম। যে চারজন মাঝি সঙ্গে এসেছিল তারা একটু দূর মাঠের দিকে নজর করে বললে "কতকগুলো কি জন্তু মাঠে ঘুরছে—নামলে বিপদ হতে পারে।" সোনা তাদিকে ভেলাটা নালার ধারে লাগাতে বলে—সবাইকে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে বললে। কিনারায় এসে তারা নিরাপদেই তীরে নেমে ভেলাটাকে কিনারার উপর টেনে রেখে কাছাকাছি একটা বড় গাছের দিকে এগিয়ে চললো—বড় বড় ঘাস থাকার জন্যে মাঠের মধ্যে অন্য কোন জানোয়ার দেখা যাচ্ছিল না।—এই ঘাসঝোপ থেকে অল্প দূর যেতে না যেতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজের সংগে ঘাসগুলো ভীষণ জোরে নড়ে উঠলো—সবাই চুপ চাপ দাঁড়িয়ে—সামনের দিকে এগুতে কারও সাহস হচ্ছে না—নয়ন মাঝখান থেকে একটা মাটির

ঢেলা তুলে যেখানে ঘাসগুলো নড়ে থেমে গিয়েছিলো তার মাঝখানে ফেলে দিলে। আর যায় কোথায়—মৌমাছির ঝাঁকে ঢিল পড়লে তারা যেমন তেড়ে আসে—ঠিক তেমনি করে বনমহিষের দল তাদের দিকে তেড়ে এগিয়ে এলো - আর বেশী চিন্তা না করে তারা সবাই নালার দিকে দিল দৌড় - মোষগুলোও প্রতি মিনিটে তাদের দিকে আগিয়ে আসছে—হাঁপাতে হাঁপাতে, ভেলাটা ভাসিয়ে সবাই ভেলার উপর লাফিয়ে উঠে পড়লো—একটা মাঝি পিছনে পড়ে গিয়েছিলো—একটা মোষ তাকে ভীষণ ভাবে তাড়া করেছে। শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দেয় আর কি। ভেলাটা তখন কিনারা ছেড়ে একটু এগিয়ে গেছে—মাঝিটা লাফিয়ে ভেলায় না ড়ে—পড়ল একেবারে নালার জলে আর অমনি একটা কুমীর কোথায় ওৎ পেতে বসেছিল সেও জলে পড়েই মাঝিটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো—মাঝিটাও প্রাণপণ চেষ্টা করে ভেলার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। কুমীরও মাঝির দিকে যতশীঘ্র পারে এগিয়ে আসছিল। যাক্ মাঝিটা অনেক কষ্টে ভেলায় উঠে প্রাণ বাঁচালে। ভেলাতেই থাকা স্থির করে, তারা সামনের দিকে আবার এগিয়ে চল্‌লো—অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে আসছে দেখে তারা মশাল জ্বেলে নিলে।

রাত্রিটা তারা কোন রকমে ভেলাতেই কাটিয়ে দিলে।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ধীরে ধীরে তীরে নেমে হাঁপ ছাড়লে। সারা রাত্রিতে কারও চোখে ঘুম নাই। বেশ ঘুম তাদের পাচ্ছে। কিন্তু দিনটা ঘুমিয়ে কাটাবার মত তাদের অবস্থা নয়। জঙ্গলে কোন পথ নাই। নালাটাতেও যা স্রোতের টান তাতে উজান বেয়ে এগোনা ভীষণ কষ্টকর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে যাবার উপায় নাই। কাঁটায় গোটা শরীর কেটে যায়। বাঘ ভালুকের আক্রমণের ভয় সর্ব্বদাই। শেষ পর্য্যন্ত যুক্তি করে নালা দিয়ে যাওয়াই স্থির হোল। সন্ধ্যার আগে একটা নিরাপদ স্থান স্থির করে নিতে হবেই। গাছের উপরেই হোক, যেখানেই হোক—বিশ্রাম একটু করতেই হবে। কিন্তু এইভাবে উজান বেয়ে আর বেশীদূর যাওয়া গেল না। নালাটা সরু হয়ে গেছে। আর স্রোতও খুব বেশী। শেষে তারা ভেলা চড়ে যাবার আশা ত্যাগ করলে। সবই যে যার পোটলা পুটলা, অস্ত্র শস্ত্র পিঠে বেঁধে, নালার ধারে ধারে গাছপালা ধরে খুব সাবধানে এগিয়ে চললো।

এইভাবে দুপুর পর্য্যন্ত হাঁটার পর, নয়ন বললে "সোনাদা, একটু বসা যাক। আর কিছু খেয়ে নিলেও মন্দ হয় না।"

চন্দ্র—কিন্তু এরকম করে এগিয়ে যাওয়া ত খুব কঠিন, পা পিছলে পড়লেই কুমীরের পেটে।

কালু—জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ। বেশ ভাল যাত্রাই হচ্ছে।

সনাতন—যাত্রা ভালই—তবে গাছে সাপের কথাটা ভুললেও চলবে না।

আরও কিছুদূর এগোবার পর—

কালু সনাতনকে বললে—"এরকম করে এই নালার ধার দিয়ে এগোনা যায় না—অনেক সময় লাগছে, এস না বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে দেখা যাক, হয়ত রাস্তা পেতে পারা যায়।"

চন্দ্র বললে—আমি এই ছাতিম গাছটার উপরে উঠে দেখি বনটা কতদূর। এই বলে গাছটার উপরে উঠে সোৎসাহে বললে—সোনাদা বনটা বেশীদূর নয়—তারপরই খালি মাঠ বলতে বলতে নেমে এলো—।

সনাতন—চল তবে মাঠের দিকেই যাওয়া যাক।

নয়ন—তার আগে পেটে কিছু ভরে নেওয়া যাক—

কালু—নয়নদা সুখী লোক খিদে সহ্য করতে পারে না।

সনাতন হেসে বলেন "ওর মাও বলে ও একটু পেটুক"।

নয়ন—"নালা ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়ি—না জল না কিছু—এরকম জল ছেড়ে গিয়ে কি অবস্থায় পড়বো তার ঠিক নাই—পেটুকই বল আর রাক্ষসই বল—পেট ঠাণ্ডা রাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকবেই—বাস্" এই বলে পুটলী খুলে চিড়ে আর গুড় নিয়ে

খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো—কালু বসবার যায়গাটা একটু পরিষ্কার করবার জন্য হাতের ছোট লাঠি নিয়ে আশে পাশের ঝোপগুলো ভেঙ্গে সরাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ ঘোৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে দেখে একটা প্রকাণ্ড মোষ জঙ্গলের ভেতর থেকে তাদের দিকে তাড়া করে আসছে। "কালু বুনো মোষ গাছে ওঠ ! গাছে ওঠ !" বলে চীৎকার করে সামনের একটা গাছের ডালে উঠে পড়লো। চন্দ্র আর সনাতনরা কালুর পথ অনুসরণ করতে এক নিমিষও বিলম্ব করলে না। কিন্তু নয়নের তখন একগাল চিড়ে। থালায় চিড়ে পরিপাটি করে মাখা। থালা হাতে নিয়ে নদীতে নামতে গিয়ে দেখে একটা কুমীর তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছা কাছি গাছ একটাও নাই—কি করবে ভাববার পূর্ব্বেই মোষটা ঘোৎ করে তাকে একেবারে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিলে। নয়ন পড়লো একেবারে কুমীরের মুখে। তার হাতের থালাটা একেবারে কুমীরের দুই চোয়ালের মাঝে গেল আটকে। কুমীরটা মুখ বন্ধ করতে না পেরে জলে ডুবে একেবারে নালা তোলপাড় করতে লাগল। মোষটা তার কাজ শেষ করেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নয়ন ভিজে কাপড় নিয়ে জল থেকে উঠে এসে বললে—হাঁ ! দিলে আমার চিড়ে গুড়টা নষ্ট করে। এখন থালাটা গেল খাও এবার মাটিতে গর্ত্ত করে।

গাছ থেকে নেমে সনাতন নয়নের পিঠটায় হাত দিয়ে বললে চিড়ে গুড়ের জন্যে ভাবছিল দেখি পিঠটার অবস্থা। নয়ন বললে "কাপড়ের পোটলাটা ছিল পিঠে তাই বেঁচে গেছি।" সবার খাওয়া শেষ করতে করতে বেলা পড়ে এলো। তারা গাছের ডালের উপরই রাত্রিটা কাটাবার জন্য স্থির করলে। মোষের তাড়া খাবার পর আর কারও মাঠে যাবার সাহস হল না।

গাছে না উঠলে তাদের অবস্থা যে কাহিল হয়ে পড়তো; তা নীচের জন্তু জানোয়ারের চলা ফেরা দেখেই বেশ বুঝলে। আর বাঘের নালা নামটা যে সার্থক হয়েছে তাও বুঝতে তাদের খুব বিলম্ব হলো না। বাঘগুলো কেমন দল বেঁধে সারি দিয়ে জল খাচ্ছে। জোছনার আলো গাছের ফাঁক দিয়ে যেটুকু জলে ও কিনারায় এসে পড়ে ছিল, তাতেই বেশ বুঝতে পারলে। এসমস্ত দেখে সনাতন নয়নকে বললে "ভায়া ঘুমের ঘোরে যদি নীচে পড়ে যাই তাহ'লে টুকরো আর থাকবে না—ডালের সংগে নিজেকে বেঁধে রাখো।"

নয়ন হাসতে হাসতে বললে—সে কাজটা সে আগেই সেরে রেখেছে।

তাদের এই কথা বাতায় বাঘের দল ছাতিম গাছেটার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কালু বলে উঠলো—ওরে বাবা

কতগুলো জুটেছে। চন্দ্র চুপিসাড়ে বললে "চুপ্‌ চুপ্‌ ওদের নিশ্চিন্ত মনে একটু জল খেতে দাও।"

এইরূপ উৎকণ্ঠার মধ্যেও অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য ঐ ডালের উপরেই তাদের বেশ একটু তন্দ্রা এসে গেল—কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট শব্দে তারা চমকে উঠলো। ঠিক মনে হোল যেন কাকে বাঘে ধরেছে। কালু চুপিসাড়ে বললে—সোনাদা! ব্যাপার কি? মানুষের গলা মনে হচ্ছে

চন্দ্র—কিন্তু এখানে কেন মানুষ আসবে!

আমাদের সবাইত ঠিক আছি। নয়ন নয়ন—কৈ!

সনাতন—নয়ন—নয়ন—

সবাই সমস্বরে ডাকতে লাগলো—নয়ন—নয়ন?

কিন্তু নয়ন তাদের পাশে নেই—

সনাতন—সর্ব্বনাশ নয়ন কোথা গেল—সে তো সবার আগেই নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে ছিল।

কালু মাঝিদেরও তো সাড়া নাই! এরাই বা গেল কোথা?

কালু—এখন কি করা যায়—নেমে খোজ করে দেখলে হয়।

চন্দ্র—কিন্তু খোজ আমরা কি করে করবো—যে অন্ধকার—শেষে আমাদের বাঘের পেটে যেতে হবে।

সনাতন—বাঘের পেটে যাবার ভয়ে চুপ করে বসে থাকবো।

কালু—কিন্তু এই রাত্রে করি কি ?

সনাতন—নয়নের বাপের কাছে মুখ দেখাবার আর উপায় রইল না

চন্দ্র—আমর তাকে তো আনতেই চাই নাই—সে জোর করে এসেছে—আমরা কি করতে পারি —ডালে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল খুললো কেন ?

সনাতন—ভগবানই জানেন। আমাদের কাজের কোথাও কিছু নাই আর নয়নকে হারালাম।

নয়নের চিন্তায় তারা প্রায় আধমরা হয়ে পড়েছে—সবাই চুপ চাপ—জঙ্গলের মধ্যে শত বিপদের মধ্যে থেকেও তারা কোনরূপ ভয় পায় নাই—কিন্তু নয়নের এইরূপ হঠাৎ বাঘের মুখে পড়ায় তারা বেশ একটু মুসড়ে পড়লো—কথা বার্ত্তা তাদের আর ভালই লাগছিল না—কিন্তু ঘুমও হ'চ্ছিল না।

এই ভাবনার মধ্যেই সকাল হয়ে গেল। তিনজনেই ধীরে ধীরে গাছ হ'তে নেমে নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে নিলে। এরই মধ্যে তিনজনেই আশে পাশের জঙ্গলে খুজে দেখলে কিন্তু নয়নকে জন্তুতে ধরে নিয়ে গেল কি না, তার কোন কিনেরাই করতে পারলে না। মাঝিদেরও না।

সনাতন—নয়নকে জন্তুতে ধরে নিয়ে গেছে বলে মনে হয় না—তার খাবার পোটলা, অস্ত্র টস্ত্র কিছুই তো পড়ে নেই।

চন্দ্র—কোন কিছুর সন্ধান পেয়ে গাছ থেকে নাবলেই বা কেন? আমাদের তো ডাকতে পারতো—

কালু—নয়ন বেঁচে ঠিক আছে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে গেল কোথায়?

সনাতন—বেঁচে যদি থাকে নিশ্চয়ই তার দেখা পাব।

চন্দ্র—দেখা পাবো! তবে আমাদের বাঘের পেটে ঢোকার পথ হলেই।

তারা তাদের সামান্য যা জিনিষ পত্র ছিল পিঠে বেঁধে নিয়ে নালার ধারে ধারে এগুতে লাগলো—এই ভাবে এগুতে এগুতে তারা একটা পাহাড়ে নদীর কিনারায় এসে পড়লো। নদীর ধারের পাথর গুলো ভয়ানক পিছল, খুব সাবধানে তারা চলেছে, এখন আর কোন জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই। মাঝে মাঝে দু' একটা হরিণ আর ময়ূর এদিক ওদিক ফিরতে দেখা যাচ্ছিল। নদীর ধার থেকে আকাশের দিকে চাইলে বোধ হচ্ছেল বড় বড় শাল শিমূল প্রভৃতি গাছগুলো যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। এইভাবে নদীর ধারে ধারে মাইল দেড়েক তারা এগিয়ে চললো। এর মধ্যে কোন জানোয়ারই তাদের চোখে পড়েনি—বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলেছে, হঠাৎ তাদের গতি বন্ধ

হয়ে গেল। সামনে খুব ঘন। বন আর কাঁটা গাছে ঢাকা—একবারে রাস্তা নাই!

কালু বললে—এই দেখ! অন্যমনস্ক হ'য়ে চলে রাস্তা হারিয়েছে।

চন্দ্র—এতদূর পর্য্যন্ত যখন রাস্তা ধরে হেঁটেছি, তখন কাছাকাছি রাস্তার চারদিকে নজর করলে নিশ্চয়ই পথের কিনারা পাওয়া যাবে। এই বলে তারা তিন জনেই দুইদিকে বেশ করে নজর রেখে এগুবার চেষ্টা করতে লাগলো। ভগবানকে ধন্যবাদ—সনাতন জঙ্গলে ঢাকা একটা অতি সরু রাস্তা বার করলে। সেটা দিয়ে যে লোকজন যাতায়াত করে তা' সহজে ধরাব কোন উপায় নাই। রাস্তার দুই ধারই যখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ—তা ছাড়া মাথার উপরেই লতাপাতায় একেবারে ঢেকে দিয়েছে। অনেকটা সুড়ঙ্গের মত দেখতে।

কালু—এ যা রাস্তা, সামনের দিকে কেউ তাড়া করলে কোন দিকেই পালাবার উপায় নাই।

সনাতন—ঐ সময় যদি আবার পেছন দিকে কেউ তাড়া করে ব্যস! একবারে কলে পড়ে মরতে হ'বে।

চন্দ্র—কিন্তু এই পথ দিয়েই যদি এগুতে হয় তাতে আর দেরী করে কি লাভ? এসো সোনাদা—এবার আমিই সাম্‌নে থাকবো— এই বলে চন্দ্র মাথাটা একটু নীচু করে পথের মধ্যে

এগিয়ে চললো সবাই তার পিছু নিলে। কিন্তু যতই তারা এগুতে লাগলো, ততই যেন রাস্তাটার চারদিকের বন আরও বেশী ঘন হয়ে উঠতে লাগলো। এইভাবে কিছুক্ষণ এগিয়ে যাবার পরই চন্দ্র কিসের শব্দ শুনতে পেয়ে বললে—"সোনাদা—নিচে কিসের শব্দ হচ্ছে"—চন্দ্রের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কালু চন্দ্রের আগে গিয়ে মাটিতে কান পেতে শুনে বললে—"জলের শব্দ বোধ হয়; নদীটাই ঘুরে এসেছে পাহাড়টার পাশ দিয়ে।" বলে এগুতেই তারা একবারে নদীর ধারে এসে পড়লো। এখানে নদীর জলের স্রোত খুব জোর। তীরে মাটি খুব নরম হলেও নদীর জল বয়ে চলেছে ছোট বড় নানা রংয়ের পাথরের উপর দিয়ে। নদীর অপর পারে একবারে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় নানারকম গাছে ঢাকা। সকালের সূর্য্য তার উপর আলো ছড়িয়ে দিয়ে গাছের সবুজ পাতাগুলোকে নানা রংগে রাংগিয়ে তুলেছে। এমন সময় নদীর ওপারের জঙ্গল মধ্যে গাছে ডাল ভাঙ্গার শব্দ হোল। সোনা সেই শব্দ শুনে বললে—"হাতীরা গাছের ডাল ভাঙ্গছে—সাবধানে এগুতে হবে—ওদের সামনে পড়লে গাছে উঠেও নিস্তার পাওয়া যাবে না—যে গাছে উঠবো, দল বেঁধে সেই গাছকে মাটিতে উপড়ে ফেলে তবে ছাড়বে।"

চন্দ্র হঠাৎ চমকে উঠে জলের ধারে দেখিয়ে বললে· ঐ দেখ

কালু—হাতীরা দল বেঁধে এখানে জল খেতে আসে। জলের ধারে কত পায়ের দাগ।"

কালু—তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের পেছনের বনেও হাতী আছে।

সনাতন—সামনেও ত তাই—

চন্দ্র—নদী ত পার হয়ে ওপারে যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে কতদূর কি ঘটে।"

কালু—এখানে নদী পার হবার কোন উপায় নাই। যে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সামনের দিকে এগিয়ে গেলে বোধ হয় ওপারে যাবার রাস্তা দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

সনাতন—তাইলে সামনেই এগিয়ে যাওয়া যাক।

চন্দ্র—এবার ক্রমশঃ এমন যায়গায় এসে পড়তে হচ্ছে যদি নয়নের কোন বিপদ না হয় আমাদের সহজে খোজই পাবে না।

কালু—বেঁচে সে ঠিক আছে!

সনাতন—"মনে তো হয় তাই।"

হঠাৎ চন্দ্র নিজেকে বনের মধ্যে লুকুতে লুকুতে চাপাগলায় বললে—"সোনাদা, কালু লুকোও—লুকোও—সামনে দুর্গের মত কি একটা দেখা যাচ্ছে।" চন্দ্র কথা বলার সঙ্গেই—

কালু ও সনাতন নিজেদের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি ব্যাপার ?"

চন্দ্র—সামনেই ঠিক নদীর বাঁকের উপর একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, ঠিক দূর্গের মত ? মনে হোল দু'একটা মানুষও যেন নদীর ধারে ঝোপে নড়ছে। ওরা—আমাদের দেখে ফেলতে পারে।

সনাতন নিজেকে যথেষ্ট লতা পাতার আড়ালে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলে চন্দ্রের কথা মিথ্যা নয়—দূরে হলেও ঠিক নদীর ওপরেই দৈত্যের মত প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে কাল পাথরের তৈরী প্রকাণ্ড একটা দুর্গ আকাশ পর্য্যন্ত তাব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সনাতন—কোন রাজ্যে এলাম! কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না ?

কালু—সাবধান না হলে ; এইখানেই সবাইকে যমের বাড়ী যেতে হবে। এ যদি দূর্গ হয় নিশ্চয়ই আসে পাশে পাহারা আছে।

চন্দ্র—এটা বোধ হয় পিছনের দিক! পাহারা মানুষকে দিতে হয় না—যা হাতীর পাল আছে—

সনাতন—সামনের দিকে এগুতে গেলে আর নদীর ধার দিয়ে যাওয়া যাবে না—

কালু দেখে বললে—কোন রকমে সামনের ঐ ছাতিম গাছটার কাছে এগুতে পারলে, ওটার ওপর চড়ে দেখা যেতো ওপারে যাবার কোন সহজ উপায় আছে কিনা?

সনাতন—কালুকে কনুয়ের ঠেলা দিয়ে বল্লে "চুপ—পিছনের গাছপালা গুলোর মধ্যে—কিছু যেন নড়ছে"

সনাতনের কথা শুনে সবাই সভয়ে পেছনে তাকালে কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। বাহিরে রোদ থাকলেও ভিতরের অন্ধকার প্রায় রাত্রিরই মত। কি উপায় করা যায়—তিনজনে তাই ভাবছিল। কালুর কিন্তু সামনের ছাতিম গাছটার উপর নজর—কোন রকমে একবার গাছটায় চড়তে পারলে হয়। চন্দ্রের হঠাৎ মনে হল পিঠে যেন কিরকম এরকম গরম বাতাস লাগছে। তিনজনেরই মন ঐ সামনে দৈত্যপুরীর মত পাথরের বাড়িটার ভিতরের রহস্যের মধ্যেই পড়ে আছে। এটাকেই দীননাথের আড্ডা বলেও সনাতনের এক একবার মনে হচ্ছে—কালু হঠাৎ পেছন হতে একটা ধাক্কা খেয়ে সামনে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে পেছনে না দেখে বল্লে—"চাঁদ্! ভাই সামলে পেছনে যেও—যা পিছল সামলাতে না পারলেই একেবারে নদীর জলে"

কালু—আমি ত পিছনে যাই নাই—এইত পাশে 'তবে" বলে তিনজনে পিছনে ফিরে দেখে একটা হাতীর বাচ্চা ঠিক

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তার ছোট শুড়টি এগিয়ে দিয়ে কিছু অনুভব করবার জন্য জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে—এই দেখে তিনজনেই তিন দিকে ছিটকে গেল—হাতীর বাচ্ছাটা এতে কিছু মাত্র ভয় না খেয়ে আরও একটু এগিয়ে এলো, এবং ছোট্টো শুড়টা নিয়ে এদিক ও দিক ঘোরাতে লাগলো—

সনাতন—কালু ভায়া শীগ্গী এখান থেকে সরে পড়ো—এযায়গাটা হাতীদের জলখাবার ঘাট। বাচ্চার মা যদি এই সঙ্গে থাকে তাহলে দফা রফা করে ছাড়বে।

ওরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে হাতীর বাচ্চাটা চন্দ্রের পোটলাটায় শুড় লাগিয়ে শুঁকতে লেগেছে।

চন্দ্র—চিড়ে গুড়ের সন্ধান পেয়েছে বলে হাতের বর্শাটা দিয়ে পেটে এক খোঁচা দিলে—বাচ্চাটা চিৎকার করে বনের ভিতর ঢুকতে না ঢুকতেই পেছনের গোটা বন, হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠলে যেমন হয় তেমন ভাবে নড়ে উঠলো—গাছ-পালা ভেঙ্গে হাতীর দল যে তাদের বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য তাদের দিকে এসেছে, তাদের বুঝতে বিলম্ব হলনা। সনাতন চন্দ্র ও কালু কোন দিকেই পলাবার পথ দেখতে না পেয়ে নদীর জলে লাফিয়ে পড়লো। স্রোতের টানে তারা ভেসে যেতে যেতে ফিরে দেখলে, প্রায় পঁচিশ তিরিশটা হাতী নদীর জল নিয়ে চারদিকে ছুড়ছে আর চিৎকার করছে।

*　　　*　　　*

চন্দ্র পালাবার পরই জনার্দ্দন নৌকা ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রের হুসিয়াবার কথা ভাবচে—এমন সময় মতিন এসে জিজ্ঞাসা করলে—সর্দ্দার মাঝি জিজ্ঞাসা করছে, সামনের বাঁকে নঙ্গর করবে কি না ?

জনার্দ্দন। না! বল্ একেবারে বাঘের নালার মুখে দাঁড়াতে। বাঘের নালার কাছাকাছি একজন মাঝি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এসে জনার্দ্দনকে বল্লে—"হুজুর পেছনে ছিপের দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে"

জনার্দ্দন—কোথায় কে চলেছে তার জন্যে আমাদের ভাবনার কি আছে। রনে আমাদের যেমন চলচে চলুক।

মাঝি -হাতিয়ার নিয়ে তৈয়ার থাকিবো।

জনার্দ্দন—দূর পাগল আমরা কি লড়াই করবার জন্য বেরিয়েছি, না ডাকাতি করতে চলেছি। আমরা ব্যবসাদার নিরীহ গোবেছারা - ধার্ম্মিক দীননাথ দত্ত ব্যাপারীর নৌকা নিয়ে চলেছি।" মাঝিটা ঘাড় নেড়ে বুঝেছে জানিয়ে চলে গেল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পরেও যখন ছিপের দেখা মিল্লো না, তখন জনার্দ্দন মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হলেও বাহিরে তা প্রকাশ না করে যতদূর সম্ভব পেছনে নজর রেখে চল্লো। কিন্তু মাঝে মাঝে ছিপের দাঁড়ের শব্দ কানে এলেও

কোন ছিপই তার নজরে পড়ল না * *

নৌকার মধ্যে এখন আর নিশ্চেষ্ট কেউ বসে নাই। বাঘের নালায় নামবার জন্য যা যা আবশ্যক তার ব্যবস্থা করতে সবাই খুব ব্যস্ত। জনার্দ্দনও এ নৌকায় ও নৌকায় ছোটা ছুটি করে কাজের নির্দ্দেশ করছিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে ব্যবস্থা করে সর্দ্দার মাঝিকে ডেকে বল্‌লে বাঘের নালার মুখে কোন নৌকাই বাঁধবার আবশ্যক হবে না—যা নামাবার নামিয়ে দিয়ে কাশীর বাঁকে নৌকা রাখতে হ'বে। তারপর যা করবার আমি সংবাদ দোবো।

এইভাবে বিলি বন্দবস্ত করতে করতে নৌকা বাঘের নালার মুখে এসে পড়লো। নৌকা নঙ্গর করা মাত্র মাঝিরা তক্তা নামিয়ে দিলে। তা' থেকে কিছু মাল পত্র নামাবার পর একে একে নৌকাগুলো সরে যেতেই সবচেয়ে বড় নৌকাটা এগিয়ে এলো—তীরের দিকে। তা থেকে ছেলে মেয়ে বুড়ো করে প্রায় জনা পঞ্চাশেক নামান হলো। তাদের সবার মুখই কাপড় দিয়ে বাঁধা। যেন কোন শব্দ করতে না পারে। মতীন ও দীননাথ দুজনেই প্রায় অবাক হয়ে বন্দী দলগুলির দিকে চেয়ে থাকলো। মতিন নিজেকে যথা সম্ভব সামলে নিয়ে একটি লোকের কাছে গিয়ে চিৎকার করে একটা গাছের উপর লাঠিটার একটা ঘা দিয়ে বললে "এই! সব সোজা হয়ে দাঁড়া।"

তার পরই জনার্দ্দনের সামনে এসে তার হুকুমের অপেক্ষায় মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জনার্দ্দন মতিনকে বললে "মতি মিঞা তোমার চোখটা ঢেকে দাও, বাঘ ভালুকের রাস্তা সে সব দেখে আঁৎকে উঠতে পার" তারপর দীননাথের নিকট এসে বললে "আপনার চোখটাও বাঁধুন দাদা—রাস্তা একটু ভয়ের"

দীননাথ—এ সব কি ?

জনার্দ্দন—আপনি কোন চিন্তা করবেন না দাদা। কিছু না জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হয়।

দীননাথ—তোমার যে কি মতলব ! আমিত কিছু বুঝতেই পাচ্ছি না।

জনার্দ্দন—বলছি ত' দাদা। সমস্তই ব্যবসাদারী। তবে আমি যে একজন ডাকাত সে কথা আপনি অবশ্য ভোলেন নাই। আমার পুরাতন আড্ডাটা একবার আপনায় দেখাবে, নিন চোখটা বেঁধে ফেলুন।

তারপর মাঝিদের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"চল, সন্ধ্যার আগেই আড্ডায় পৌঁছাতে হবে। নয়ত অনেককেই বাঘা মামার পেটে যেতে হবে।" বলেই তারা কাঠের ভেলায় চড়ে নালা দিয়ে এগুলো। ভেলা ছেড়ে হাঁটার অনেকক্ষণ পর কতকগুলো লোহার চেনের ঝম্ ঝম্ শব্দ ও ভারি পাথরের ঘড় ঘড় আওয়াজের সংগে

সংগেই সবার চোখের বাধন খুলে দিলে—তারা বিস্ময়ে চেয়ে দেখলে একটা প্রকাণ্ড লাল কালয় মেশান পাথরের পুরী—ভীষণ শব্দ করে খুলে একটা কাঠের পোল নদীটার উপর দিয়ে এ পাশে এসে পড়লো। সবাইকে তার উপর দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে বলে—জনার্দ্দন দীননাথের কাছে এসে ঈষৎ হেসে বল্‌লে—অগ্রসর হয়ে চলুন দাদা—এ দীনের গরীবখানার দেউড়িটাতো কিছুই নয়—ভিতরে বিস্ময়ের অনেক কিছু আছে—

দীননাথ—ভায়া এ পাষাণের পুরী তো দুই চার মাসে হয়নি—এ বিরাট জিনিষটা তুমি কবে থেকে সুরু করেছিলে।

জনার্দ্দন—এ পাষাণ পুরী আমি তৈয়ার করব। না না দাদা অত বুদ্ধি, অত জ্ঞান আমার নেই।

দীননাথ—তবে একে আবিষ্কারই করলে কি করে? ভায়া এ নিবিড় বনের মধ্যে—দৈত্যের ঐ পাষাণ পুরী—

জনার্দ্দন—ব্যবসা করে আর ধর্ম্ম করে দাদার বুদ্ধি একেবারে নিরেট হয়ে গেছে। দেখছেন না। এটা মাথা নেড়া বৈরাগীর আড্‌ডা ছিল—বাদসাহী ফৌজের তাড়া খেয়ে যখন এই জঙ্গলে আশ্রয় নি। এটা দেখেই আড্‌ডার উপযুক্ত যায়গা মনে হতেই—সব জাল গুটিয়ে এখানে এসে বসে গেলাম। সে আজ ৪।৫ বছরের আগেকার কথা। তখন করতাম

ডাকাতি ; আর এখন হয়েছি নিছক ব্যবসাদার। এইরূপ কথা-বার্ত্তা করতে করতে তারা সবাই পুরীর প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলে সম্মুখে কাল পাথরে তৈয়ারী বুদ্ধের একটি ধ্যান মূর্ত্তী স্থির ভাবে বসে আছে। দীননাথ এতক্ষণ বিস্মিত হয়ে চারিদিক দেখছিল। সর্ব্বশেষে বুদ্ধের মূর্ত্তিটার উপর স্থিরদৃষ্টি রেখে — গম্ভীরভাবে বললেন বৌদ্ধ বিহার। এখান হইতে একদিন অহিংসার ধর্ম্ম প্রচার হয়েছিল। কত দেশ বিদেশের লোক এখানে জ্ঞান অর্জ্জন করতে আসতো।

জনার্দ্দন—আজও দেখবেন দাদা ব্যবসার নূতন ধারা প্রচার করবার জন্য, জনার্দ্দন এক অভিনব কর্ম্মশালা স্থাপন করেছে। এখানকার কর্ম্মীদের কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই—কেবল কাজ আর কাজ—।

এই সময় একদল স্ত্রী ও পুরুষ কর্ম্মী সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিল—সামনে লক্ষ্মা প্রভৃতিকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠল—জনার্দ্দন তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে অতি কোমল সুরে বললে "কাউকে আমি কষ্ট পেতে দোব না। তোমরা ছেলে মেয়ে, মা, বাপ, ভাই বোনের সঙ্গে আনন্দে কাটাতে পার্ব্বে বলে এত কষ্ট করে সবাইকে এনেছি। বস্‌ ! এবার কাজ-কর্ম্ম কর আর সুখে শান্তিতে বাস কর।

মতিন একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার মায়ের খোজ করছিল।

কিন্তু তাদের মধ্যে তার মাকে দেখতে না পেয়ে বেশ অস্থির হয়ে পড়েছিল। জনার্দ্দন তার দিকে ফিরে বললে—"মতিন মিঞা তুমি এত মনমারা হয়ে গেলে কেন? কেউ চেনা টেনা আছে নাকি—দেখেছো বুঝি—আরে ছোকরা স্ফুর্ত্তি কর স্ফুর্ত্তি কর। সব সয়ে যাবে।

তারপর, যে সব বন্দীদের এনেছিল তাদের দিকে ফিরে বল্লে—চুপ চাপ থাকবে। পালাবার চেষ্টা যেন মনে না আসে—বনে ত' দেখলে জন্তুর গতি বিধি। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। আর যদি ধরা পড় ত ঐ মেয়েটার মত গারদে থাকবে। সবাই বাঁ দিকে প্রাচীরের ধারে ফিরে দেখলে একটি মেয়ে লোহার গারদের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। মতীন হঠাৎ খাঁচাটার কাছে ছুটে গিয়ে খাঁচার গরাদ ধরে চিৎকার করে ডাকলে 'মা'—তারপর জনার্দ্দনের কাছে ছুটে এসে বললে—"আমার মা সর্দ্দার"! একজন প্রহরী এসে বললে—মেয়েটা পালাবার জন্যে নানা রকম ফন্দী করছে, কিছুতে সামলাতে পারছি না—

জনার্দ্দন—মতিনের মা—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি অন্যায়!" একজন প্রহরী ধীরে ধীরে এসে খাঁচার দরজাটা খুলে দিল মতিনের মা পাগলের মত পা ফেলতে ফেলতে

মতিনের কাছে এসে বললে "তুই বেঁচে আছিস!" তারপর জনার্দ্দনের নিকট গিয়ে বললে—"আমার মতিকে পেয়েছি—আমার কাছে থাকতে দেবে তো—আমি খুব সরু সুতো কেটে দোবো।"

দীননাথ— কিয়ৎক্ষণ ভেবে শেষে বললে,—জনার্দ্দন - রতনপুরের দানা তাহলে তুমিই। অত্যাচার করো না—মায়েদের চোখের জলে তোমার সব আশা ভরসায় আগুন ধরে যাবে। ভুলে যেও না—মা জানকীর চোখের জল রাবণবংশের কাউকে নিষ্কৃতি দেয় নি। দ্রৌপদীর চোখের জলেও কুরুকুল কোথায় ভেসে গেছলো।

দীননাথের এই কথায় জনার্দ্দন যেন একটু দমে গেল। শেষে ধীরে ধীরে বললে—না দাদা মেয়েদের কারও উপর আমি অত্যাচার করি না, আপনি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। একে কেউ এঁটে উঠে না, কখনও যায় তুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে, কখনও আবার হাতের কাছে কাটারী বোঁটী যাই পায় তাই নিয়ে, যায় যাকে তাকে খুন করতে।

মতিন এগিয়ে এসে বললে, 'আমার উপর বিশ্বাস করুণ। মা আজ থেকে সবার মতই কাজ করে যাবে। কারও উপর রাগ করবে না।

জনার্দ্দন হাসতে হাসতে বললে, 'তোর উপর বিশ্বাস না থাকলে তোকে এখানে আনি। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই তোর মাকে ছেড়ে দিই।

মতিন—"মাকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে, ভালো করে বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিয়ে আসবো ?

জনার্দ্দন—এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবার কোন আবশ্যক নাই। তুই এর ভিতরে বাইরে সব জায়গায় যেতে পারবি, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু সাবধান যদি কোন মতলব আঁটো বুকের উপর দিয়ে হাতী চালিয়ে দেবো।

মতিম শুধু মাথা নেড়ে তার মাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তার মায়ের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে।

* * *

সনাতন, চন্দ্র ও কালু তিনজনে নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে প্রায় মাইল খানাক যারার পর দূরে কাল পাথরের পুরীটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে। সনাতন বললে কোন রকমে যদি আমরা কাছাকাছি তীরে উঠতে না পারি, রক্ষীদের নজরে পড়লেই মৃত্যু।

কালু—একবার প্রাণ পণ চেষ্টা করে দেখা যাক্ তীরের দিকে এগুতে পারা যায় কি না।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা কিনারার দিকে যেতে পারলে

না। পুরীটার দিকেই ভেসে চল্‌লো। খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে তবুও দূর্গের আশে পাশে কোন প্রহরীকেই দেখতে পেলে না। হটাৎ চন্দ্র দূরে একটা গাছের ডালকে প্রায় জলের উপর পড়েছে দেখে, প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কেটে এগিয়ে ডালটাকে ধরে ফেললে সনাতন কালু অনেক চেষ্টা করে চন্দ্রের কোমরটা ধরলে। দুজনার টানে চন্দ্রের হাত ডাল থেকে প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। চন্দ্রের চোখ মুখ একবারে লাল। যাক! শেষে সনাতন একটা ডাল ধরে ফেললে। তারপর তিনজন ডাল ধরে ধরে বহু কষ্টে তীরে গিয়ে উঠলো।

চন্দ্র বললে—সোণাদা হাত পা একেবারে ধরে গেছে। আর নাড়তে পারা যাচ্ছে না।

কালু—বাবা। খিধেতে তো প্রাণ যায়।

সনাতন বললে—আগে একটু বিশ্রাম করে নি। তারপর পেটের চিন্তা করবো। আর একটু এগিয়ে গেলেই দফা শেষ হো'ত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর, তারা জঙ্গলের গাছ পালা ঠেলে এগিয়ে চললো। তীরের উপর দিকটা খুব খাড়া হয়ে উঠেছে। উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সবাই নদার স্রোতের টানে পড়ে পরিশ্রান্ত হয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছে। অথচ এখানে যে খাবার কিছু পাওয়া যাবে এমন কোন

লক্ষণও নাই। সবই প্রায় শাল, তমাল, ছাতিম শিমুল জাতীয় বড় বড় গাছ। কিন্তু এগিয়ে তাদের যেতেই হবে। এইভাবে এগুতে এগুতে হটাৎ দেখলে তারা ঠিক পুরীটার একটা দিকে প্রাচীরের কাছে এসে গেছে। এখন কি করবে এই কথা ভেবে তারা তিনজনেই প্রাচীরে গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। কাঁকরে আর কাঁটায় হাত পা জায়গায় জায়গায় কেটে রক্ত পড়ছে। চন্দ্র প্রাচীরের গায় মাথাটা ঠেকিয়ে বললে, "না বোধহয় আর বাঁচা গেল না।" সনাতন একেবারে চুপ করে বসে আছে। হঠাৎ কালুকে প্রাচীরের ধারে ধারে এগিয়ে যেতে দেখে সনাতন বললে—"কি কালু কি দেখছিস।"

কালু—"মনে হচ্ছে ঐ একটা আমলা গাছ যদি আমলা ধরে থাকে। পেটের কতকটা জ্বালা একে খেয়েই মেটাব।" কিছুক্ষণ পরে কালু কাপড়ে করে কতকগুলো আমলা এনে চন্দ্র আর সনাতনের সামনে দিয়ে বললে, "খেয়ে নাও। এতে ভারি ক্ষিধে তেষ্টা দূর হয়।" তারপর তিনজনে বসে বসে আমলা খেতে আরম্ভ করলে। ৫।৭ টা খাবার পর তারা বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করতে লাগলো। সনাতন বললে—কালু চলো আরও কিছু আমলা সংগ্রহ করা যাক, হয়ত এই এখনকার একমাত্র খাদ্য।

চন্দ্র—শুনেছিলাম, পাকা হরতকী না আমলকী খেলে লোকে

অমর হয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসীরা তাই বনে থেকেও এতদিন বেঁচে থাকে।

তারা সবাই আমলা গাছটার তলায় এসে উপস্থিত হলো। কোন কিছু আলোচনা করবার আগেই কালু গাছে উঠে আমলা পেড়ে নীচে ফেলে দিতে লাগলো। উপরের ডালে কতকগুলো বেশ বড় বড় আমলা দেখে কালু সেই দিকে যখন এগুচ্ছে, সনাতন কালুকে বললে—'প্রাচীরের ভিতরটায় কিছু দেখা যায়।"

কালু—না! এগাছ থেকে ঠিক দেখা যায় না।

চন্দ্র—ঐ শালগাছটায় উঠলে নিশ্চয়ই ভিতরটা দেখা যাবে। এসো সোনাদা ভিতরে কি আছে দেখাই যাক। এর আগে প্রাচীরের উপর ত' মানুষের মত ঘোরাঘুরি করছে বলে মনে হয়েছিল।" আমলা পাড়া ছেড়ে সবাই প্রাচীরের কাছাকাছি শালগাছটার নিকট গেল।

সনাতন গাছটায় উঠলো। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে কালু আর চন্দ্রকে হাত নেড়ে গাছের উপর উঠে আসতে বললে। সবাই একজায়গায় হলে সনাতন প্রাচীরের দিকে দেখিয়ে বললে—এইটাই কি জনার্দ্দনের আড্ডা নাকি? ভিতরে লোকজন অনেক চলাফেরা করছে।

কালু -চলো দেখা যাক প্রাচীরের কাছাকাছি কোন গাছ

পাওয়া যায় নাকি ? পুনরায় তারা তিনজনেই গাছ থেকে নেমে প্রাচারের কাছাকাছি একটা ছাতিমগাছ দেখতে পেলে। তিনজনেই গাছে উঠেছে। এগাছ থেকে পুরীর ভিতরটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

ছাতিম গাছের ঘন পাতার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রেখে তারা ভিতরের কার্য কলাপ বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলে। এদের চলা ফেরারব ভাব দেখে বেশ বোঝাই যায় যে ভিতরের লোকেরা বাইরের কোন ভয়ই করে না। চত্তরের মাঝে একটা বিরাট পাথরের মূর্ত্তী বসান। এমন সময় সনাতন, কালু, চন্দ্র ভিতরের একটা গোলমাল শুনে চেয়ে দেখে যে পুরীর মধ্যে একটা ছেটাছুটী আরম্ভ হয়ে গেছে। ভেতরের রক্ষীরা এদিক ওদিক থেকে দৌড়ে পাথরের মূর্ত্তীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই জনার্দ্দনকে চিৎকার করে ছুটে আসতে দেখা গেল। কথাগুলো ঠিক তার বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার চিৎকারের পরেই যে যেখানে কাজ-কর্ম্ম করছিল তাদের তাড়িয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। ঐতো সনাতনের বোন সতী, ঐ তো তার মা, চন্দ্রের বোন লক্ষ্মী—কালু ত অবাক। খানিক পরেই তারা বিস্ময়ে চেয়ে দেখে একটা লোক নয়নকে চুলে ধরে টানতে টানতে এনে জনার্দ্দনের কাছে ফেলে দিলে। নয়নকে দেখে সবাই অবাক,

তাই তো নয়ন ভিতরে গেল কি করে। কোথায় ছিল? আর একটা লোক দীননাথকে টানতে টানতে সেখানে নিয়ে এলো। জনার্দ্দন চিৎকার করছে আর লাফাচ্ছে। আর দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে কি আদেশ করছে। জনার্দ্দনের আদেশ পেয়ে আট দশটা লোক ঐ দিকে ছুটলো। সনাতন বললে—আমরা এ সময় যদি ভিতরে যেতে পারতাম।

চন্দ্র—হাতে কিছুই নাই হা ভগবান্! একটা লাঠিও না; কি করা যায় এখন!

সনাতন—এই হট্টোগোলের মাঝখানে সবই যোগাড় হয়ে যাবে। সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিলে ঐ রক্ষাকটা আর জনার্দ্দন কতক্ষণ থাকবে।

জনার্দ্দনের ইঙ্গিতে যেদিকে লোকগুলো গেছলো, হটাৎ সেদিক থেকে ধোঁয়া আর আগুন জ্বলে উঠলো। তার পরেই তারা দেখলে একটা ছেলে আর একটা আধ বুড়িকে তারা তাড়া করে আনছে বুড়ীর হাতে জ্বলন্ত মশাল। কালু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—আরে মতিন আর তার মা।

চন্দ্র নিজের অবস্থা ভুলে গিয়ে প্রাণপণে "মতিন, মতিন" বলে চিৎকার করে উটলো—কিন্তু তার স্বর অতদূরে না পৌঁছালেও মতিন যে তাদের দিকেই ছুটে আসছে তা তারা বেশ বুঝলে। আগুন বেড়েই চলেছে। লোকজন ছুটেছে চারদিকে

কেউ কলসীকরে জল এনেও ঢালতে যাচ্ছে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে হঠাৎ জনার্দ্দনের তাদের গাছটার দিকে নজর পড়ে গেল। সে প্রায় পাগল হয়ে সেই দিকে একটা বন্দুক হাতে করে ছুটে আসছে দেখা গেল। এখন তারা কি কর্ব্বে। জনার্দ্দন এইবার তাদের গুলি করে করে মার্ব্বে। তাদের হাতে কোন অস্ত্রই নাই। হঠাৎ হট্টগোল ও বন্দুকের আওয়াজ শুনে দেউড়ির দিকে চেয়ে দেখে নয়নের বাবা একটা শাদা ঘোড়ায় চড়ে অনেক লোক জন সঙ্গে নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে ঢুকছে। বুড়ো লক্ষ্মীনারায়ণও একটা ঘোড়ায়। সেই পথ দেখিয়ে এনেছে নিশ্চয়। এত বন্দুকের আওয়াজ শুনে জনার্দ্দন হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে, বন্দুক চালিয়ে দেউড়ির দিকে ছুটলো।

সনাতনরাও এই অবস্থা দেখে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে প্রাচীরের উপর লাফিয়ে পড়লো। নীচে নেমেই যেদিকে সবাই আগুন নেবাচ্ছে সেইদিকে ছুটে গেল। নয়ন, নয়নের বাবাও এসেছে, এই বিপদের মধ্যেও সবার আনন্দ ধরে না। রতনপুরের সর্ব্বহারার দল আবার সবই ফিরিয়া পাইয়াছে। পুত্রহারা পুত্র পাইয়াছে - আর মাহারা পাইয়াছে মা।

এই আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব হঠাৎ কেটে গেল চন্দ্রের চীৎকার শুনে, একটা তলোয়ার যোগাড় করে সে জনার্দ্দনের

উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়েছে। আর মতিন একটা জাল যোগাড় করে নিয়ে সেই দিকে ছুটেছে। তাদের এই যুদ্ধের ভিতর দেখা গেল, জনার্দ্দন যেন পালাতেই চেষ্টা করছে বেশী। জনার্দ্দনের ৪।৫ জন সঙ্গী ছুটে এসে চন্দ্রকে আক্রমণ করলে। কালু সনাতন লাঠি নিয়ে সেই দিকে দৌড়াল। জনার্দ্দনের তলোয়ারটা গেল পড়ে। সে প্রাণপণে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তীটার দিকে ছুটলো। মূর্ত্তিটায় হাত দিয়েছে এমন সময় একটা জ্বলন্ত তাঁতশালা জনার্দ্দনের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো। সবাই সেই জ্বলন্ত ঘরটার দিকে চেয়ে রইল হতভম্বের মত। দীননাথ ধীরে ধীরে বললে "প্রায়শ্চিত্তটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।" সবাই দীননাথের দিকে চেয়ে দেখে—দীননাথের চোখে জল—